এক

নভেম্বরের শুরু। শনিবারের এক বিকেল। দিনটা মরে আসছে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে এগডন হীথ। গ্রামটার ওপরে আকাশ এ মুহূর্তে ধূসরবর্ণ। নিচে মাটির রং কালচে।

এগডন হীথ জংলা, নির্জন অথচ মোহনীয় এক গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ বাস করলে কি হবে, আঠারোশো বিয়াল্লিশেও এর কোন পরিবর্তন নেই।

ছোট ছোট, গোলাকার পাহাড়সারি কে কার মাথা ছাড়াবে প্রতিযোগিতা করে বেড়ে উঠেছে যেন। এগডন হীথের সবচাইতে উঁচু পাহাড়টা হচ্ছে রেইনবারো। এপাহাড়ের চূড়ায় সুপ্রাচীন এক কবরস্থান, কয়েকশো বছর যাবৎ রয়েছে ওটা।

সবচাইতে নিচু বিন্দুতে সরু এক রাস্তা গ্রামের ওপর দিয়ে চলে গেছে আড়াআড়ি। সে রাস্তা ধরে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে এক লোক, একটা ঘোড়া আর মালগাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে।

আস্তে আস্তে কাছিয়ে এল লোকটা। সুদর্শন চেহারার এক যুবক, কিন্তু তার মুখ, কাপড়-চোপড় ও হাতজোড়া লালে লাল। অদ্ভুত এই পথচারীটি একজন রেড্‌ল্‌ম্যান। গৃহস্থদের কাছে রেড্‌ল্‌ নামে লাল বর্ণ এক তরল বিক্রি করে সে। ভেড়া চেনার জন্যে ব্যবহার করা হয় সেই রং। গ্রামের লোকের কাছে রেড্‌ল্‌ম্যানও অতি পরিচিত, মুখ-হাত ইত্যাদি তার লাল রঙে রঞ্জিত যেহেতু। বড্ড একাকী জীবন তার। গ্রামের সমস্ত ছেলেপিলে এই আজব, লাল মানুষটিকে ভয় পায়।

রেড্‌ল্‌ম্যান একসময় থমকে দাঁড়াল। ঘোড়াটাকে দানা-পানি খাইয়ে বসে পড়ল মালগাড়ির পাশে। আঁধার আরও ঘন হয়েছে। এগডন হীথের দিকে চাইল যুবক। ওর দৃষ্টি ঢাল বেয়ে উঠে গেল সবচাইতে উঁচু বিন্দু, রেইনবারো পাহাড়ে।

রেইনবারোর মাথায় নিঃসঙ্গ এক যুবতী। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, ঠায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে লাগল সে। একটু পরেই হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

রেড্‌ল্‌ম্যান চেয়ে রয়েছে, অন্যান্যদের ছায়ামূর্তি দেখতে পেল,

রেইনবারোর চূড়ার উদ্দেশে শ্লথ পায়ে চড়াই বাইছে। সবাই ওরা কাঠ বয়ে নিচ্ছে। পাহাড়-শীর্ষে পৌঁছে, মাটিতে কাঠ ছুঁড়ে ফেলছে তারা।

শীঘ্রিই, রেইনবারোতে বড়সড় এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। ঘাড় ফেরাতে ছোটখাট আরও বেশ কিছু আগুন চোখে পড়ল রেড্‌ল্‌ম্যানের।

প্রতি বছর পাঁচই নভেম্বর, এগডন হীথের বাসিন্দারা আগুন জ্বালে। এ গ্রামে যুগ যুগ ধরে এর চল। আগুন জ্বেলে হয়তো শীতের অন্ধকারকে ভুলে থাকতে চায় এরা।

সটান উঠে দাঁড়াল যুবক রেড্‌ল্‌ম্যান। সন্ধে উতরে গেছে। মালগাড়ি থেকে লণ্ঠন বের করে জ্বালল ও। এবার ধীরেসুস্থে চলতে আরম্ভ করল রেড্‌ল্‌ম্যান ও তার মালগাড়ি।

দুই

রেইনবারোর নিচে, রাস্তার ওপরে এক সরাইখানা। কোয়ায়েট ওয়োম্যান নাম। এর একটা জানালায় আলোর আভাস দৃষ্টি কাড়ে।

রেড্‌ল্‌ম্যান ও তার গাড়ি এমুহূর্তে সরাইটার কাছে এসে গেছে। মুখ তুলে চাইতে, বয়স্কা এক মহিলাকে দেখতে পেল যুবক। পায়ে চলা এক পথ এসে মিশেছে রাস্তাটার সঙ্গে। সে পথ ধরে শশব্যস্তে হেঁটে আসছে মহিলা। ঘোড়া থামাল রেড্‌ল্‌ম্যান। লণ্ঠন তুলে ধরল মহিলার মুখ দেখার জন্যে।

'আপনি ব্লুমস এন্ডের মিসেস ইয়োব্রাইট না, ম্যাম?' বলে উঠল রেড্‌ল্‌ম্যান। 'চিনতে পেরেছেন আমাকে?'

'তুমি নিশ্চয়ই ডিগোরি ভেন, রেড্‌ল্‌ম্যান,' জবাব দিলেন মিসেস ইয়োব্রাইট, এগিয়ে এলেন। 'তোমার বাবার কথা মনে আছে। তা কি করছ এখানে, রেড্‌ল্‌ম্যান, এসময়ে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছিলাম, ম্যাম। আপনার দেওরের মেয়ে, মিস টমাসিনের ব্যাপারে কিছু কথা ছিল। খারাপ খবর, আমি দুঃখিত।'

'খারাপ খবর? কোথায় ও?'

'আমার গাড়িতে আছে, ম্যাম,' শান্তস্বরে জবাব দিল রেড্‌ল্‌ম্যান।

'আবার কি বিপদ হলো?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা, এক হাতে চোখ চেপে ধরে। 'টমাসিন বাডমাউথে গেছিল বিয়ে করতে। ওর স্বামী কোথায়?'

'আমি জানি না, ম্যাম। আজ সকালে অ্যাঙ্গলবারির দিকে ছিলাম। শহরের একটু বাইরে শুনি কে যেন পিছু পিছু আসছে। পরে দেখি মিস টমাসিন, মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাকে। "ওহ্, ডিগোরি ভেন, আমাকে দয়া করে সাহায্য করো," বলল। "বড্ড বিপদে পড়েছি আমি।"

'তারপর হঠাৎ মূর্ছা গেল। তো, ওকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম। এখন ঘুমোচ্ছে।'

রেড্‌ল্‌ম্যান লণ্ঠন তুলে ধরতে মিসেস ইয়োব্রাইট তরতর করে মালগাড়ির ধাপ বেয়ে উঠে গেলেন।

গাড়ির শেষপ্রান্তে, এক যুবতী শুয়ে রয়েছে। লণ্ঠনের আলো ঝিলিক দিচ্ছে ওর সুন্দর মুখশ্রীর ওপরে, আর দীর্ঘ, বাদামী চুলে।

'ওহ্, চাচী!' চেঁচিয়ে উঠে, সোজা হয়ে বসল মেয়েটি। 'আমাদের বিয়েটা হয়নি। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।' কোমল, বাদামী চোখ ওর পানিতে ভরে গেল।

'বিয়ে হয়নি মানে? টামসিন, টামসিন, কি হয়েছে শিগ্‌গির বল।'

'সবই বলব, চাচী,' বলল মেয়েটি, উঠে দাঁড়াল। 'আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, রেড্‌ল্‌ম্যান।'

দেওরঝিকে নিয়ে মালগাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে, অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইলেন মিসেস ইয়োব্রাইট। সবক'টা পাহাড় চূড়ায় আগুন এখন প্রায় নিভু নিভু। রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে রেড্‌ল্‌ম্যানের মালগাড়ি লক্ষ করলেন মিসেস ইয়োব্রাইট।

এবার মেয়েটির দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এর মানে কি, টমাসিন? তুই একা এলি যে?'

নিচু স্বরে কাঁদতে লাগল টমাসিন।

'আমার বিয়ে হয়নি, চাচী,' বলল সে। 'কিন্তু এতে কারও হাত নেই।'

'হাত নেই মানে? কি বলতে চাস তুই? ডেমন উইলডেভকে তুই বিয়ে কর কখনোই চাইনি আমি। ওকে পছন্দ হয় না আমার। কিন্তু বাডমাউথে তো একসাথেই গেলি তোরা। বিয়েটা এখন হতেই হবে।'

'মিস্টার উইলডেভ বলছে দু'একদিন অপেক্ষা করতে।'

'চল আমার সাথে, ওর সাথে কথা বলব আমি।' সরাইখানার আলোকিত জানালাটার দিকে চাইলেন।

'আমাকেও যেতে হবে, চাচী?'

'নিশ্চয়ই। ও আমাকে উল্টোপাল্টা বুঝ দিতে পারে।'

ডেমন উইলডেভ, সমুদ্র তীরবর্তী বড় শহর বাডমাউথের যুবক। ওখানে

সুবিধে করতে পারেনি সে। এগডন হীথে এখন বাস করছে। কোয়ারেট ওয়েম্যানের মালিক লোকটা।

সরাইখানার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন মিসেস ইয়েব্রাইট ও টমাসিন। মিসেস ইয়েব্রাইট প্যাসেজের শেষ মাথার দরজাটায় টোকা দিয়ে তারপর ঢুকে পড়লেন।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডেমন উইলডেভ। মসৃণ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ও মহিলাদের মুখোমুখি হতে। দীর্ঘদেহী এক যুবক, সুদর্শন। ঘন, সুন্দর চুল ঘাড়ের কাছে কুঁকড়ে রয়েছে তার।

'ফিরে এসেছ তাহলে, ডার্লিং,' টমাসিনকে উদ্দেশ্য করে বলল উইলডেভ, চাচীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। 'ওভাবে তখন চলে গেলে কেন?'

'আমি জানতে চাই তোমাদের বিয়েটা আটকাল কেন,' বললেন মিসেস ইয়েব্রাইট। 'আমার দেওরঝি এবং আমাকে অসম্মান করলে কেন?'

মিসেস ইয়েব্রাইট অহঙ্কারী মহিলা। তাঁর পরলোকগত স্বামী কৃষক ছিলেন যদিও, তিনি এসেছিলেন অভিজাত বংশ থেকে। ডেমন উইলডেভকে দেওরঝির উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না তিনি। প্রথমটায়, বাধা দিতে চেয়েছিলেন বিয়েতে, কিন্তু পরে মত দিয়েছেন।

'বসুন, আমি সব খুলে বলছি,' বলল উইলডেভ। 'এতে অসম্মানের কিছু নেই, একটা বোকামি হয়ে গেছে বলতে পারেন। আমরা বাডমাউথে বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু পরে মত পাল্টাই। অ্যাঙ্গলবারিতে গিয়ে বিয়ে করব সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু পরে জানতে পারি, অ্যাঙ্গলবারিতে বিয়ের লাইসেন্সটা ব্যবহার করতে পারব না আমরা।'

'এজন্যে তোমরা দু'জনেই দায়ী,' রাগতস্বরে বললেন মিসেস ইয়েব্রাইট। 'তোমাদের জন্যে আমার পরিবারের মুখে চুনকালি পড়বে। সবাই এখন হাসাহাসি করবে টমাসিনকে নিয়ে।'

টমাসিনের ডাগর চোখ দুটো একবার একে আরেকবার ওকে দেখছে।

'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও, চাচী,' বলল সে। 'আমি ডেমনের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, ডিয়ার,' চট করে বলল উইলডেভ। 'তোমার চাচী রাজি হলে...'

'ওহ্, ডেমন, এত ঝামেলা! মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না,' ব্যথিত স্বরে বলল টমাসিন, ওরা একাকী হলে পর। 'আমার চাচী ভীষণ রেগে গেছে।'

'মহিলা বিশেষ জুতের নয়,' বলল উইলডেভ। 'আমাকে তার পছন্দ হয়

না জানি আমি।'

'কিন্তু আমরা এখন কি করব, ডেমন?' শুধাল টমাসিন। 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না?'

'অবশ্যই চাই। সোমবার বাডমাউথে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারি আমরা।'

'তবে তাই করো। ওহ্, ডেমন,' বলে, মুখ ঢাকল টমাসিন। 'তোমার কাছে করুণা চাইছি আমি। অথচ সব সময় স্বপ্ন দেখতাম, তুমি আমাকে বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করছ।'

'জীবন আর স্বপ্ন এক নয়,' মৃদু হেসে দার্শনিক বুলি আওড়াল ডেমন উইলডেভ।

'তোমার হাতটা দাও, ডেমন,' ভারী গলায় বলল টমাসিন।

নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে যুবকটি টমাসিনের হাত ধরতে, পেছনের দরজায় জোর টোকার শব্দ উঠল। সাড়া দিতে গেল উইলডেভ। ক'মিনিট বাদে যখন ফিরে এল, চাচীর সঙ্গে চলে গেছে তখন টমাসিন।

নিঃশব্দ হাসি হাসল উইলডেভ। এবার সামনের দরজার কাছে গিয়ে চোখ তুলে চাইল রেইনবারো পাহাড়ে। বড় আগুনটা নিভে গেছে। কিন্তু মাথা কাত করতে, অপেক্ষাকৃত ছোট এক অগ্নিকুণ্ড চোখে পড়ল ওর। মিস্টোভার ন্যাপ নামে এক পাহাড়ে জ্বলছে ওটা।

'আমাকে ডাকছ তুমি, তাই না, প্রিয়া?' আত্মগতভাবে বলল যুবক, আগুনটার দিকে লক্ষ রেখে।

আধ ঘণ্টা মত পরে, সরাইখানা ত্যাগ করল উইলডেভ, পেছনে আলগোছে লাগিয়ে দিল দরজা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, মিস্টোভার ন্যাপের দিকে চেয়ে।

'হ্যাঁ, ও ডাকছে যখন, তবে তো যেতেই হয়।'

আগুনটা লক্ষ্য করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পা চালাচ্ছে উইলডেভ।

তিন

সেই দীর্ঘাঙ্গী যুবতীটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে রেইনবারো পাহাড়ের চূড়ায়। নিথর দাঁড়িয়ে সে, কান পেতে। কিন্তু গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া

BANGLABOOK.NET

আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটি।

খানিক পরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল যুবতী। ওই যে দূরে, উপত্যকার নিচে একটা আলো চোখে পড়ে। কোয়ায়েট ওয়োম্যান সরাইয়ের জানালায়।

খুদে এক টেলিস্কোপ বের করে ওটা ভেদ করে চাইল মেয়েটি। তারপর চোখ রাখল হাতঘড়িতে। এক ঘণ্টা হয়ে গেল অপেক্ষা করছে সে। আবারও দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর।

চঞ্চল হরিণীর মত, হীথের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে যাওয়া, সংকীর্ণ পথটা অনুসরণ করল সে। রাস্তাটা নখদর্পণে ওর। ছোট্ট, উজ্জ্বল আগুনটার উদ্দেশে চলেছে, সরাইখানা থেকে যেটা দেখেছিল উইলডেভ।

মিস্টোভার ন্যাপের আগুনটা জ্বালা হয়েছে উঁচু এক ঢালে, একটা বাগানবাড়িকে ঘিরে আছে ওটা। অগ্নিকুণ্ডটার পেছনে রয়েছে ছোট্ট এক জলাশয়।

যুবতীটি তড়িঘড়ি ঢাল বেয়ে উঠে, উজ্জ্বল আগুনটার দিকে চাইল। ওটার পাশে বসে ছোট এক ছেলে। বিরতি নিয়ে, ছেলেটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনের মধ্যে।

মেঘবরণ-চুল রমণীর দিকে চোখ তুলে চাইল সে।

'আপনি ফিরে এসেছেন খুব ভাল হয়েছে, মিস ইউস্টেশিয়া। একা একা এখানে থাকতে ভাল লাগছিল না।'

'বলো কি! নিজের আগুন আছে, তুমি তো ভাগ্যবান ছেলে,' জবাবে বলল যুবতী। 'আমি যতক্ষণ ছিলাম না কেউ এসেছিল?'

'শুধু আপনার দাদু, মিস। ওই যে আবার বেরিয়ে আসছেন।'

বাড়ির দরজার কাছে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছেন।

'ভেতরে এসো, ইউস্টেশিয়া,' বললেন। 'আগুন নিয়ে খেলা করার বয়স তুমি অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছ। আমার ভাল কাঠগুলো আর পোড়াতে হবে না।'

'এটা আমার নয়, জনির আগুন। ও এখনই যেতে চাইছে না,' জবাবে বলল ইউস্টেশিয়া। 'তুমি শুয়ে পড়ো, দাদু, আমি এই এলাম বলে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্বিরুক্তি না করে ঘরে ঢুকে গেলেন।

'হ্যাঁ, তো, জনি,' ছেলেটিকে বলল যুবতী, 'তুমি আর কিছুক্ষণ থাকলে একটা লাকি সিক্সপেন্স পাবে। একটু হেঁটে আসি আমি। ভয় নেই, এখুনি ফিরব। দু'তিন মিনিট পর পর আগুনে একটা করে কাঠের টুকরো ফেলো। আর ডোবায় ব্যাঙ লাফাতে শুনলে এক ছুটে গিয়ে আমাকে জানাবে, কেমন? ওটা বৃষ্টির সঙ্কেত।'

'আচ্ছা, ইউস্টেশিয়া।'

'তুমি আমাকে মিস ভাই বলে ডেকো।'

'ডাকব, মিস।'

উঁচু ঢালের ওপর উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যুবতী। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। গোটা উপত্যকা দেখতে পাচ্ছে ও, উইলডেভের সরাইখানার পেছনে ওই ছোট্ট নদীটা পর্যন্ত স-ব। ডানদিকে, কালো আকাশে দৈত্যের মত মাথা তুলে দাঁড়ানো রেইনবারো।

যুবতী মেয়েটি নিচে হীথের দিকে অসহিষ্ণু চোখে চেয়ে রয়েছে। দু'বার অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে এল ও।

'ডোবায় ব্যাঙ পড়েছে, জনি?'

'না, মিস ইউস্টেশিয়া।'

'আরেকটু ধৈর্য ধরো। পরের বার ফিরে এসে তোমাকে লাকি সিক্সপেন্সটা দেব।'

চড়াইয়ের শেষ মাথায় হেঁটে গেল আবারও ইউস্টেশিয়া, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে।

ছেলেটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল ওর কাছে।

'ডোবায় একটা ব্যাঙ ঝাঁপ দিয়েছে, মিস। আমি শুনতে পেয়েছি!'

'তারমানে বৃষ্টি হবে। শিগ্‌গির পালাও, জনি, বাড়ি চলে যাও। এই নাও, তোমার লাকি সিক্সপেন্স। এই বাগানের ভেতর দিয়ে পালাও। জলদি!'

ইউস্টেশিয়া দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এল অগ্নিকুণ্ডটার কাছে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ও, উৎকর্ণ।

ক'মুহূর্ত বাদে, ডোবার পানি ছলকে উঠল আবারও। আগুনের আরও কাছে চলে এল যুবতী।

'কে?' শান্তসুরে বলল ও।

ডোবার ওপারে এক লোক দাঁড়িয়ে। ত্বরিত ঢাল বেয়ে উঠে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দ হাসল যুবতী। ডেমন উইলডেভ এসেছে।

'চলে এসেছি,' বলল যুবক। 'জানতাম আমার জন্যেই আগুনটা জ্বেলেছ।'

'তাই বুঝি? কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে ওকে বেছে নেয়ার পর তোমার সাথে আর তো কথা হয়নি।'

দূরে সরে গেল ইউস্টেশিয়া। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তোমার জন্যেই জ্বেলেছি। পুরানো সঙ্কেত এখনও ভোলোনি দেখছি। টমাসিনকে যখন বিয়ে করোনি তারমানে আমাকে এখনও ভালবাস তুমি। সেজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি তোমাকে।'

'বিয়ে করিনি জানলে কিভাবে?'

'দাদু শুনেছে। তুমি আমাকে ভালবাস, কি, ঠিক না?'

'না বাসলে এখানে আসতাম? কসম খোদার, তুমি আমার জীবনটা পাল্টে দিয়েছ।'

মুচকি হেসে আগুনের আলোয় এসে দাঁড়াল ইউস্টেশিয়া। মুখের ওপর থেকে শাল সরিয়ে বলল, 'সত্যি করে বলো তো, জীবনে এরচাইতে সুন্দর মুখ আর দেখেছ?'

'না।'

'আমি টমাসিনের চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী।'

'টমাসিন খুব ভদ্র, মিষ্টি মেয়ে,' বলল উইলডেভ।

'ওর কথা ছাড়ো,' দাবড়ে উঠল ইউস্টেশিয়া। 'তুমি খুব কষ্ট দিয়েছ আমাকে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি সারাজীবনই বোধহয় এরকম অসুখী থাকব। এই বিশ্রী গ্রামটাকে ঘৃণা করি আমি। যাক, তবু তো তুমি ফিরে এসেছ আমার কাছে।'

'কে বলল তোমাকে?' শান্ত স্বরে বলল উইলডেভ। 'আমি এসেছি বিদায় নিয়ে যেতে।'

'ধন্যবাদ!' বলল ইউস্টেশিয়া, ঘুরে দাঁড়াল মেজাজের সঙ্গে। 'আর আমি কিনা ভেবে বসে আছি তুমি ভালবাস আমাকে। তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই আমার।'

'আগেও একথা বলেছ, মাই সুইট। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারোনি। রেইনবারোতে আবার মিলিত হব আমরা, সেই আগেকার মত।'

উইলডেভ এগিয়ে এসে দু'বাহু প্রসারিত করল।

'এই না, আমাকে চুমু খাবে না!'

'হাতে চুমু খেতে দাও?'

'না।'

'যাওয়ার আগে হাতটা একটু ধরতে তো দেবে?'

'না।'

'চলি তবে, ইউস্টেশিয়া। গুডবাই।'

পরমুহূর্তে চলে গেল উইলডেভ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিভন্ত আগুনে চোখ রাখল ইউস্টেশিয়া। উইলডেভ ভালবাসে না ওকে জানে ও। কিন্তু ও তো বাসে, হাজার চেষ্টা করেও তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নিজেকে। এগডন হীথে আর কাকেই বা ভালবাসতে পারে ও?

শুতে যাওয়ার আগে, ক্ষণিকের জন্যে আয়নার সামনে দাঁড়াল ইউস্টেশিয়া। অপরূপা এক গর্বিতা নারীর প্রতিবিম্ব লক্ষ করল ও, মাথার চুল যার ঘন

কালো, এবং গায়ের রং ফর্সা ধবধবে। চোখ দুটো ওর পটলচেরা, কাজল কালো। ঠোঁট জোড়া আকর্ষণ করবে যে কাউকে।

ইউস্টেশিয়ার একটাই আকাঙ্ক্ষা—পাগলের মত কেউ ভালবাসবে ওকে। কিন্তু এগডন হীথের মত নিরালা, জঘন্য জায়গায় ভালবাসা যেন সোনার হরিণ।

এগডন হীথ ইউস্টেশিয়ার কাছে কারাগার। সমুদ্র তীরবর্তী বাডমাউথে শৈশব কেটেছে ওর। ওখানে প্রজাপতির মত ফুরফুর করে উড়ে বেড়াত মনটা তার। তারপর তো বাবা-মা মারা গেলেন। দাদু, ক্যাপ্টেন ভাইয়ের কাছে থাকতে গেল ও। ক্যাপ্টেন জনশূন্য এডগন হীথে বাড়ি কিনলে কি আর করবে, আসতে হলো ইউস্টেশিয়াকেও।

প্রতিদিন, এগডন হীথে একা একা হাঁটে ও। স্বপ্ন দেখে, কোন এক যুবকের ভালবাসা জীবনটা একদম বদলে দেবে ওর। অপেক্ষার প্রহর গোণে ও, কবে সেই একজন এসে চিরদিনের মত দূরে নিয়ে যাবে ওকে এগডন হীথ থেকে। তার সঙ্গে প্যারিসে, ফ্যাশনদুরস্ত দুনিয়ার বুকে মনের সুখে বাস করবে ইউস্টেশিয়া।

আয়নার সামনে থেকে সরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ও, তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে, বিছানায় পড়তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

চার

আগুনের কাছ থেকে ছাড়া পেতেই, ছুটতে শুরু করেছিল জনি, লাকি ভিন্সেন্টটা শক্ত মুঠোয় ধরে। ইউস্টেশিয়াকে খানিকটা ভয় ভয় লাগে ওর, কাজেই বাড়ি ফেরার সুযোগ পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল।

সহসা একসময় থমকে দাঁড়াল ও। সামনে লাল রঙের অচেনা এক আলো। লাল ধুলোও দেখতে পেল, কানে এল উচ্চকণ্ঠের শোরগোল।

একাকী লাল আলোটা পার হতে ভয় পাচ্ছে ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্টেভার ন্যাপে ফিরে এল মন্থর গতিতে। মিস ভাই হয়তো বা কাজের লোককে ওর সঙ্গে দেবেন।

চড়াইয়ের ওপর আগুনটা জ্বলছে তখনও। দুটো অবয়ব দেখা গেল

BANGLAPDF.NET

ওটার পাশে। একজন ইউস্টেশিয়া, এবং অপরজন এক পুরুষ। ক'মিনিট নীরবে শুনে গেল ছেলেটা। ও জানে, ইউস্টেশিয়া ওকে দেখতে পেলে খেপে যাবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ফিরে চলল ছেলেটি যেপথে এসেছিল।

আলো ও ধুলো এখন আর নেই। পাহাড়ের গায়ে, গভীর এক ফাঁকা জায়গায় একটা ঘোড়া। ওটাকে ভয় পায় না ছেলেটি। কিন্তু খোলা জায়গাটার ভেতর দিকে একটা মালগাড়ি। এবং গাড়ির ভেতর আপাদমস্তক লাল রং মাখা এক লোক বসে। ভিগোরি ভেন, রেড্‌ল্‌ম্যান।

ঠিক সে মুহূর্তে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মালগাড়ি থেকে বেরিয়ে এল যুবক। হাতে লণ্ঠন এবং তার আলো খেলা করছে লোকটার চোখে আর ঝকঝকে সাদা দাঁতে।

আতঙ্কগ্রস্ত ছেলেটি সহসা নড়ে উঠল অস্থিরভাবে। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে রেড্‌ল্‌ম্যানের পায়ের কাছে এসে থামল।

'কে তুমি?' চট করে প্রশ্ন করল রেড্‌ল্‌ম্যান।

'জনি নানসাচ, স্যার।'

'এখানে কি করছ?'

'মিস ভাই-র ওখান থেকে বাড়ি ফিরছি। উনি আগুন জ্বেলেছেন কিনা।'

'হাতে চোট পেয়েছ দেখতে পাচ্ছি,' সদয় কণ্ঠে বলল রেড্‌ল্‌ম্যান। 'এসো বেঁধে দিই।'

'আগে আমার সিক্সপেন্সটা খুঁজতে দিন। পড়ে গেছে ওটা।'

'সিক্সপেন্স? কে দিয়েছে?'

'মিস ভাই, তাঁর আগুনটা দেখে শুনে রেখেছি বলে।'

রেড্‌ল্‌ম্যান কোন কথা বলল না, ছেলেটির হাত বেঁধে দিয়ে সিক্সপেন্স খুঁজে দিল।

'ধন্যবাদ, স্যার। আমি এখন বাড়ি যাব।'

'তুমি রেড্‌ল্‌ম্যানকে ভয় পাও, তাই না?' বলল ভেন। 'মনে হয় সব বাচ্চারাই পায়।'

'এখন আর অতটা পাচ্ছি না, স্যার।' জবাব দিল ছেলেটি। 'লাল আলোটা, একটু আগে যেটা দেখলাম, ওটা কি আপনার ছিল?'

'হ্যাঁ, খালি রেড্‌ল্‌ ব্যাগগুলো ঝাঁকাচ্ছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, মিস ভাই আগুন জ্বালল কেন? ওই ওপরে জ্বলছে ওটা আমিও দেখেছি।'

'আমি জানি না,' বলল জনি। 'আমাকে ওটার পাশে বসিয়ে উনি রেইনবারো গেছিলেন। তারপর ডোবায় একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।'

'বছরের এসময়টায় তো পানিতে ব্যাঙ ঝাঁপায় না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রেড্‌ল্‌ম্যান।

'ঝাঁপায়, আমি নিজের কানে শুনেছি। মিস ভাই বলেছিলেন শুনতে পাব আমি।'

'তারপর কি হলো?' রেড্‌ল্‌ম্যান সাগ্রহে জানতে চাইল।

'এখানে এসে লাল আলোটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তাই আবার ফিরে যাই মিস ইউস্টেশিয়ার কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক রয়েছেন তাঁর সাথে। ওঁরা আমাকে দেখতে পাননি, স্যার।'

'মিস ভাই-র সঙ্গে এক ভদ্রলোক! ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছ তুমি?'

জনি রেড্‌ল্‌ম্যানকে খুলে বলল যা শুনেছে।

তারমানে রেইনবারোতে দেখা করে ওরা, এই তো? আপনমনে বলল রেড্‌ল্‌ম্যান। জনিকে সে রাস্তায় পৌঁছে দিল। ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

একা হলে পর, খানিকক্ষণ বসে রইল রেড্‌ল্‌ম্যান, দৃষ্টি আগুনে নিবদ্ধ রেখে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে মালগাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। বেরিয়ে এল হাতে একটা চিঠি নিয়ে। চিঠিটা দু'বছরের পুরানো, এবং বহু বার খুলে পাঠ করা হয়েছে। চিঠির লেখিকা টমাসিন ইয়েব্রাইট। সে লিখেছিল:

প্রিয় ভিগোরি ভেন,

তোমার প্রশ্নে তাজ্জব হয়ে গেছিলাম আমি। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার প্রস্তাব শুনে হেসে উঠেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমার চাচী তোমাকে পছন্দ করেন। কিন্তু আমি জানি, চাচী একজন গোয়ালার ঘরে আমার বিয়ে দেবেন না। কাজেই আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভাল।

টমাসিন ইয়েব্রাইট।

টমাসিনের সঙ্গে ভিগোরি ভেনের আর দেখা হয়নি, সেদিন সকালের আগে অবধি। চিঠিটা পাওয়ার পরপরই, রেড্‌ল্‌ম্যানের পেশা বেছে নিয়েছিল সে। অদ্ভুত এই যুবকটি এখন এগভন হীথে একা একা ঘোরাফেরা করে, আর রেড্‌ল্‌ বেচে।

টমাসিনকে ভালবাসে ভেন, তাকে সুখী দেখতে চায়। মনস্থির করে নিল ও। রেইনবারোতে হানা দেবে, ইউস্টেশিয়া আর উইলভেভ কি বলে পরবর্তী সাক্ষাতে শুনতে হবে।

একটা সপ্তাহ রেইনবারোর ওপর নজর রাখল ভেন, কিন্তু কেউ এল না। তারপর এক সন্ধেয়, এক জোড়া নারী-পুরুষ দেখতে পেল আড়ালে গা ঢাকা

দিয়ে। ইউস্টেশিয়া কাঁদছে এ শব্দটাই প্রথম শুনতে পেল রেড্‌ল্‌ম্যান।

'টমাসিনকে বিয়ে করবে কি করবে না আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' বলছে ইউস্টেশিয়া। 'তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। পরোয়া করি না আমি। কিন্তু আমি জানি, ওকে ভালবাস না তুমি, আমাকে আবার ফিরে চাও।'

'টামসি ভাল মেয়ে, আর সেজন্যেই তো মুশকিল,' বলল উইলডেভ। 'ওর মনে কষ্ট না দিয়ে তোমার সাথে যদি সম্পর্ক রাখা যেত! কিন্তু সে তো হয় না।'

'তোমার কাছে আমার কোন দাম নেই!' ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটি। 'আমি কেউ না তোমার, কিছু না।'

'কেউ না? কি যে বলো, ইউস্টেশিয়া। গত বছরের কথা মনে নেই—হাথে এক সাথে ঘুরে বেড়াতাম আমরা? একে অন্যকে কত ভালবাসতাম?'

'তাই কি? আর এখন, আমাকে ভালবাস তুমি? কি, জবাব দাও?'

'বাসি আবার বাসিও না,' স্মিত হেসে বলল উইলডেভ। 'কখনও মনে হয় তোমার কোন তুলনা নেই, আবার কখনও বা মনে হয় টমাসিনকেই বেশি পছন্দ করি আমি।'

ইউস্টেশিয়া নিশ্চুপ।

'এই, বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' একটু পরে বলে উঠল উইলডেভ। 'কেমন গা ছমছম করে না?'

শিউরে উঠল ইউস্টেশিয়া। 'ওফ্, এই বিশ্রী গ্রামটা ছেড়ে চলে যেতে পারতাম যদি। এখানে মানুষে থাকে?'

প্রেমিক যুগল মিশমিশে কালো গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল।

'খোদা, একেবারে গোরস্থান এটা!' বলল উইলডেভ। ইউস্টেশিয়ার কাছে চঞ্চল পায়ে এগিয়ে এসে ওর হাত দুটো তুলে নিল নিজের হাতে। 'এখানে কেন পড়ে থাকছি আমরা? চলো না, আমেরিকা চলে যাই,' বলে উঠল হঠাৎ। 'ওখানে আত্মীয়-স্বজন আছে আমার। কোন অসুবিধে হবে না। এই নরক থেকে পালাই চলো।'

'আমেরিকা?' আস্তে করে পুনরাবৃত্তি করল যুবতী। 'ওখানে কি সুখী হতে পারব আমি? কে জানে। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও, ডেমন।'

কথা বলার ফাঁকে রওনা হয়েছে ইউস্টেশিয়া এবং ওকে অনুসরণ করছে উইলডেভ।

রেড্‌ল্‌ম্যান গুপ্তস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এসে, ধীরে ধীরে ফিরে চলল তার মালগাড়ির উদ্দেশে।

'বেচারী টামসি,' বলল আনমনে। 'ওকে যেভাবেই হোক সাহায্য করতে হবে আমার।'

পাঁচ

ইউস্টেশিয়া ও উইলডেভের কথোপকথন ব্যথিত করেছে ভেনকে। আজও সে ভালবাসে টমাসিনকে এবং চায় মেয়েটি সুখী হোক। ইউস্টেশিয়া ভাই-র সঙ্গে একান্তে কথা বলবে মনস্থির করল ও।

ইউস্টেশিয়াদের বাসায় লোকজনের তেমন একটা আসা-যাওয়া নেই। রেড্‌ল্‌ম্যান ও বাড়িতে গেলে, তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হলো। প্রায় বিশ মিনিট বাদে এল ইউস্টেশিয়া।

আগে কখনও মেয়েটির সঙ্গে কথা হয়নি ভেনের। শীঘ্রিই উপলব্ধি করল ও, মেয়েটি চতুর ও অহঙ্কারী। গ্রামের সরল, সাদাসিধে মেয়ে টমাসিন ইয়েব্রাইটের সঙ্গে এর কোনদিক দিয়েই কোন মিল নেই।

উইলডেভ প্রসঙ্গে রেড্‌ল্‌ম্যান কথা বলতে শুরু করলে ভয়ানক খেপে উঠল মেয়েটি। ভেন আড়ি পেতে রেইনবারোতে ওদের আলোচনা শুনেছে জেনে মেজাজ আরও চড়ে গেল ইউস্টেশিয়ার।

'তুমি উইলডেভের সাথে আর দেখা কোরো না,' অনুরোধ করে বলল রেড্‌ল্‌ম্যান, সেদিনের ঘটনা খুলে জানাল, টমাসিনকে যেদিন ফিরিয়ে এনেছিল।

কিন্তু ওর প্রস্তাব স্রেফ প্রত্যাখ্যান করল ইউস্টেশিয়া। মুখের ওপর বলে দিল টমাসিনের সুখে-দুঃখে ওর কিছু এসে যায় না।

'আমি ভেতরে যাচ্ছি,' বলল শেষমেষ। 'আর কোন কথা নেই, থাকতে পারে না। তুমি এখন যাও, রেড্‌ল্‌ম্যান, নিজের চরকায় তেল দাও গে।'

'টমাসিনের মনে তুমি কষ্ট দিয়ো না, দোহাই তোমার,' শেষবারের মত চেষ্টা করল ভেন। 'উইলডেভকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ডিগোরি ভেন বিদায় নিলে, নিচে উপত্যকার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইউস্টেশিয়া। কোয়ায়েট ওয়োম্যান সরাইখানা, ডেমন উইলডেভের বাড়ি, দেখতে পাচ্ছে।

'ওকে ছাড়তে পারব না আমি—কোনদিন না!'

ওদিকে মিসেস ইয়েব্রাইটও টমাসিনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছেন। বিয়ের

নতুন দিন-তারিখ ঠিক করার জন্যে, কথা বলবেন উইলডেভের সঙ্গে, মনস্থ করেছেন।

কোয়ায়েট ওয়োম্যানের দিকে যাচ্ছেন তিনি, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল রেড্‌লম্যানের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন ভাই-র বাড়ি থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসছিল ভেন, মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে ওর কথোপকথন।

দেখা হতে থেমে দাঁড়াল দু'জনেই। ভেন কালবিলম্ব না করে সব কথা বলতে শুরু করে দিল। অনেক কথার মাঝে মিসেস ইয়েব্রাইটকে এ-ও জানাল, দু'বছর আগে টমাসিনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রেড্‌লম্যানের দিকে চেয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা।

'তখন এমন লাল ছিলাম না আমি, জানেনই তো,' বলল ভেন। 'কিন্তু টমাসিন ধারণা করেছিল, আপনি বিয়েতে রাজি হবেন না। এখন কিন্তু উইলডেভের চেয়ে টাকা-পয়সা কম নেই আমার। আর সারাজীবন আমি রেড্‌লম্যান থাকছিও না। কাজেই, আমি মনে করি আপনি হয়তো এখন আর অমত করবেন না।'

মিসেস ইয়েব্রাইট এই প্রথম লক্ষ করলেন, ভিগোরি ভেন এক সুদর্শন, পরিপূর্ণ যুবক। কিন্তু মাথা নাড়লেন তিনি।

'টমাসিন উইলডেভকে বিয়ে করতে চায়,' বললেন। 'এবং আমিও চাই বিয়েটা হোক। যা হয়ে গেল এছাড়া আর উপায়ই বা কি? তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, রেড্‌লম্যান, কিন্তু এখন আর অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই।'

সরাইখানায় গিয়ে ঢুকলেন মিসেস ইয়েব্রাইট। মনে মনে গুছিয়ে নিলেন কি বলবেন ভেন উইলডেভকে। ছোকরাকে বিলকুল অপছন্দ তাঁর, কিন্তু ওর মন বোঝেন তিনি।

'ভিগোরি ভেন তো টমাসিনকে বিয়ে করতে চায়,' প্রথম একথাটাই পাড়লেন ভদ্রমহিলা।

যুগপৎ চমকিত ও রাগান্বিত দেখল উইলডেভকে।

'কিন্তু ওকে তো আমি বিয়ে করছি।'

'আগেও বলেছ একথা।'

'দেখুন, মিসেস ইয়েব্রাইট, আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই,' একগাল হেসে বলল উইলডেভ। 'টমাসিন সুখী হোক সেটা আপনার মত আমিও চাই। আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব। দু'একদিন পরে এ ব্যাপারে কথা বলব, কেমন?'

সায় জানালেন মিসেস ইয়েব্রাইট। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি, উইলডেভ বিয়ে করবে টমাসিনকে।

কিন্তু উইলডেভ তখনও দোটানায় ভুগছে। কাকে আসলে ভালবাসে ও? ইউস্টেশিয়াকে নাকি টমাসিনকে?

সে রাতে, ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে আবারও দেখা করল সে। তাকে আবারও আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব দিল। ইউস্টেশিয়া মনস্থির করতে একটা সপ্তাহ সময় পাচ্ছে, মনে করিয়ে দিল উইলডেভ। বলতে হবে ওর সঙ্গে এগডন হীথ ত্যাগ করছে সে, নাকি করছে না?

বিমর্ষচিত্তে বাড়ি ফিরে গেল ইউস্টেশিয়া। উইলডেভকে হাড়ে হাড়ে চেনে সে। টমাসিনকে হারাতে হতে পারে, এই ভয়ে তাকে এখন হাতে রাখছে উইলডেভ।

ক্যাপ্টেন ভাই বাসায় ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার মত আজও কোয়ায়েট ওয়োম্যান থেকে এইমাত্র ফিরেছেন।

'আজকের তাজা খবর শুনেছিস, ইউস্টেশিয়া?' জিজ্ঞেস করলেন। 'ক্লাইম ইয়েব্রাইট আগামী হপ্তায় বাড়ি আসছে। মিসেস ইয়েব্রাইট এবার ছেলের সঙ্গে বড়দিনটা কাটাতে পারবেন। ছেলেটা বড় ভাল, চালুও বটে।'

'এর কথা আগে তো কখনও শুনিনি,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'এতদিন ছিল কোথায়?'

'প্যারিসে। খুব ভাল করছে নাকি ওখানে।'

প্যা-রি-স!

ইউস্টেশিয়া মুহূর্তে আগ্রহী হয়ে উঠল ক্লাইম ইয়েব্রাইটের প্রতি, কিন্তু ওর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না। মাথায় ওর ঘুরছে কেবল দাদুর কথাগুলো।

প্যারিস থেকে সুযোগ্য এক যুবক আসছে এই ঐদো এগডন হীথে। ইউস্টেশিয়ার কাছে, সে মানুষ নয়, সাক্ষাৎ দেবদূত।

হয়তো এর জন্যেই, মনে মনে বলল ও, এতগুলো বছর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছি আমি!

ছয়

বৃহস্পতিবারের আর এক সপ্তাহ বাকি। বিকেলে প্রতিদিনের মত আজও হাঁটতে বেরিয়েছে ইউস্টেশিয়া। ক্লাইম ইয়েব্রাইট আজই ফিরছে এগডন হীথে।

BANGLADPNET

ক্লাইমকে দেখার জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছে ইউস্টেশিয়ার, তাই সে ব্লুমস এন্ডে মিসেস ইয়েব্রাইটের বাড়িমুখো হাঁটা দিল।

কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে, বাড়িতে আলোর ছিটে-ফোঁটা নেই, সাড়া-শব্দও নেই। দশটা মিনিট অপেক্ষা করে, তারপর হতাশ হৃদয়ে মিস্টোভার ন্যাপের উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলল ইউস্টেশিয়া।

বেশিদূর যায়নি ও, দেখতে পেল সন্ধের আবছায়া থেকে তিনজন মানুষ এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওদেরকে যেতে দেয়ার জন্যে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল মেয়েটি।

দুই মহিলা ও এক পুরুষ। দলটা পাশ কাটানোর সময় পুরুষটি হঠাৎ বলে উঠল, 'শুভরাত্রি!'

জবাব দিল না ইউস্টেশিয়া। কিন্তু মিসেস ইয়েব্রাইট ও টমাসিনকে চিনতে পেরেছে সে। তারমানে সঙ্গের লোকটা ক্লাইম ইয়েব্রাইট না হয়ে যায় না। ওর মুখটা দেখতে পায়নি ইউস্টেশিয়া। কিন্তু তাতে কি, প্যারিস প্রবাসী যুবকটি তো কথা বলেছে তার সাথে!

শশব্যস্তে দাদুর বাড়ি ফিরে গেল সে।

'দাদু, ইয়েব্রাইটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই কেন আমাদের?' প্রশ্ন করল। 'ওরা তো ভাল মানুষ। মিসেস ইয়েব্রাইট ভাল বংশের মেয়ে। এ গ্রামের লোক ওরা নয়।'

'হুঁ,' বললেন ক্যাপ্টেন ভাই। 'কিন্তু ইয়েব্রাইটরা সব সময়ই খুব সাদামাঠা জীবন যাপন করেছে। ঘনিষ্ঠতা নেই, তার কারণ আমার কথায় একবার মিসেস ইয়েব্রাইট খুব রেগে গেছিলেন। তারপর থেকে আর কথা বলেন না।'

বাকি হপ্তাটা, ব্লুমস এন্ডের আশপাশেই পায়ের ধুলো পড়ল ইউস্টেশিয়ার, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, ক্লাইমকে দ্বিতীয়বার আর দেখতে পেল না ও।

তেইশে ডিসেম্বরের সন্ধেয়, বড় দিনের দু'দিন আগে, বাসায় একাকী বসে ইউস্টেশিয়া। জানতে পেরেছে সে, ক্লাইম ইয়েব্রাইট এগডন হীথে বেশিদিন থাকছে না।

থাকবে কোন্ দুঃখে, বেজার মনে ভাবল ও। প্যারিস ছেড়ে এখানে, এই পচা জায়গায় মানুষ থাকে? লোকটা চলে যাবে, ওর দেখা আর পাবে না ইউস্টেশিয়া।

ঠিক সে মুহূর্তে, টোকা পড়ল দরজায়। দরজা খুলল ইউস্টেশিয়া, চিনতে পারল গ্রামবাসীটিকে।

'কি চাই, চার্লি?' যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল।

'মিস ইউস্টেশিয়া, আপনার দাদু বললেন, তাঁর গোলাঘরে আমরা চাইলে নাটকের মহড়া দিতে পারি।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরাই তো নাটকটা করছ,' বলে উঠল ইউস্টেশিয়া। 'এই নাও চাবি। ঘরটাকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারো, কোন চিন্তা নেই।'

প্রতি বড়দিনে, কয়েক শতাব্দী ধরে, এগডন হীথবাসী সেন্ট জর্জ ও টার্কিশ নাইটের সুপ্রাচীন নাটকটা অভিনয় করে যাচ্ছে। এ নাটকটিতে কোন নারী চরিত্র নেই, কাজেই পুরুষদেরই জয়-জয়কার। মহিলাদের কাজ কেবল নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ বানিয়ে দেয়া। প্রতি বছরই কাপড়ের মান বাড়ছে এবং আরও খোলতাই হচ্ছে রং। ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে একেক রাতে অভিনীত হয় নাটকটা।

আগুনের পাশে বসে, অভিনেতাদের একঘেয়ে অনুশীলন শুনতে পাচ্ছে ইউস্টেশিয়া। একা একা বসে থেকে ক্লান্তি ধরে গেল, যুবতীটি বাইরে গিয়ে চোখ রাখল গোলাঘরের এক ফুটোয়।

গ্রামবাসীরা মহড়া শেষ করে এখন কথা-বার্তা বলাবলি করছে।

'তোমাদের সবার পোশাক তৈরি তো?' একজন বলল।

'সোমবারের মধ্যে হয়ে যাবে,' বলল আরেকজন।

'সেদিনই তো শুরু–মিসেস ইয়েব্রাইটের বাড়িতে,' যোগ করল একজন।

'মিসেস ইয়েব্রাইট?' আরেকজনের প্রশ্ন। 'আমরা যাচ্ছি নাকি ওখানে? আমাদের মান্ধাতা আমলের নাটক দেখতে চাইছেন বুঝি ভদ্রমহিলা?'

'আসলে ছেলের জন্যে পার্টি দিচ্ছেন তিনি। বহুবছর দেশে বড়দিন পালন করেনি সে। ভদ্রমহিলা চান সবাই তাঁর বাসায় যাক।'

'ওহো, পার্টির কথা তো ভুলেই গেছিলাম।'

ইউস্টেশিয়া মন খারাপ করার মত যথেষ্টই শুনেছে। ক্লাইম ইয়েব্রাইটের জন্যে পার্টি হচ্ছে, অথচ ওকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। লঘু পায়ে হেঁটে বাসায় গিয়ে ঢুকল বেচারী।

ইউস্টেশিয়া আগুনের পাশে বসে, এমনি সময় চার্লি গোলাঘরের চাবি ফিরিয়ে দিতে এল।

আঙুল-ইশারায় ওকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল যুবতী, 'একটু বসো, চার্লি। কথা আছে তোমার সাথে। তুমি তো টার্কিশ নাইটের পার্টটা করছ, তাই না? কথাগুলো একটু বলবে, শুনতাম আমি?'

মুচকি হেসে শুরু করল চার্লি। এ সমস্ত কথা আগেও বহুবার শুনেছে ইউস্টেশিয়া। চার্লির বলা শেষ হলে পর, কোন ভুলচুক না করেই পুনরাবৃত্তি

করে শোনাল ও।

'আপনার তুলনা হয় না,' বিস্মিত, মুগ্ধ চার্লি মন্তব্য করল। 'আমার চাইতেও ভাল পারবেন আপনি!'

'আমাকে এক রাতের জন্যে তোমার রোলটা করতে দেবে?' অনুনয় করল ইউস্টেশিয়া।

'কিন্তু মেয়েরা তো অভিনয় করে না!'

'আমি ছেলেদের পোশাক পরে নেব। কেউ চিনবে না আমাকে। সোমবার রাতে পার্টটা করতে চাই আমি। অন্যদের বোলো আমি তোমার কাজিন। এখন বলো, চার্লি, এজন্যে তোমাকে কত দিতে হবে?'

'পয়সা চাই না, মিস,' ত্বরিত জবাব দিল চার্লি। 'আমি রাজি হব যদি আপনার হাত ধরতে দেন।'

হকচকিয়ে গেছে ইউস্টেশিয়া। গেঁয়ো ভূতটা বলে কি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল সে, 'বেশ। পনেরো মিনিট আমার হাত ধরে থাকতে পারো তুমি। কাল তোমার পোশাক এনে দিয়ো, চার্লি, আমার হাত তখন ধরতে দেব।'

পরদিন, চার্লি যখন সাজ-সজ্জা এনে দিল, ক্যাপ্টেন ভাই তখন বাসায় নেই। ইউস্টেশিয়া তার কামরায় গিয়ে রংচঙে কাপড়-চোপড় ও হেলমেটটা পরে নিল। হেলমেট থেকে ঝুলন্ত রিবনে গোটা মুখ ঢাকা পড়েছে।

'শোনো এখন,' নিচে নেমে বলল ইউস্টেশিয়া। এবং তার অভিনয়-অংশটুকু আবারও নির্ভুল আবৃত্তি করল।

সোমবার সন্ধেয় অভিনেতারা কখন মিলিত হবে ওকে জানাল চার্লি। তারপর অনুমতি মিলল ইউস্টেশিয়ার হাত পনেরো মিনিট ধরে থাকার।

ইউস্টেশিয়া যেমনি খুশি, তেমনি উত্তেজিত। হাত ধরে থাকা ছেলেটির কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না সে। ভাবছে ক্লাইম ইয়েব্রাইটের সঙ্গে দেখা হবে সেই মুহূর্তটির কথা। কাজের মত একটা কাজ পেয়েছে ও, দেখতে পাচ্ছে আশায় বুক বাঁধার মত একটা সম্ভাবনা।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেলে বিদায় হলো চার্লি। আগুনের পাশে আসন নিল ইউস্টেশিয়া। যে লোকের প্রেমে ইতোমধ্যেই অর্ধেকখানি পড়ে গেছে কল্পনায় তার ছবি আঁকার চেষ্টা করছে ও।

সাত

সোমবার সন্ধে নাগাদ, ধড়াচূড়া পরে সহ অভিনেতাদের সঙ্গে মিলিত হতে গেল ইউস্টেশিয়া। চার্লি ওদের বলে রেখেছে, ওর কাজিন আজ রাতের জন্যে অভিনয় করছে, সে নয়। অভিনেতারা ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না বলে ভাবল, ইউস্টেশিয়া কোন ছেলে-টেলে হবে। সবাই ওরা একসঙ্গে রওনা দিল ব্লুমস এন্ডের উদ্দেশে।

চাঁদ আছে আজ রাতে, কিন্তু হীথ যথারীতি অন্ধকারময় ও বিদঘুটে। জবর ঠাণ্ডা পড়েছে, কাজেই দ্রুত পা চালাচ্ছে অভিনেতারা। প্রায় আধঘন্টা মত পরে, মিসেস ইয়েব্রাইটের বাড়ির দিক থেকে নাচ-গানের শব্দ শোনা গেল।

বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করল অভিনেতারা, যতক্ষণ না নাচের পর্ব শেষ হয়। একটি মাত্র দরজার বাধা কেবল, তারপরই তাকে দেখতে পাবে ইউস্টেশিয়া। বাজনা থামতে, ফাদার ক্রিসমাসের পোশাক পরা অভিনেতারা মোটা লাঠি দিয়ে টোকা দিল দরজায়।

'এসেছে! অভিনেতারা এসেছে!' একাধিক কণ্ঠের চেঁচামেচির পর দরজা খুলে গেল। সব অতিথি কামরার এক কোনায় গিয়ে বসল এবং তারপর শুরু হলো সুপ্রাচীন নাটকটি।

ইউস্টেশিয়ার পালা এলে, গটগট করে কামরার মাঝখানে এসে সে তার ভূমিকা চমৎকার অভিনয় করে দেখাল। অবশেষে এল সেইন্ট জর্জ ও তুর্কী নাইটের লড়াইয়ের পর্ব। তুর্কী নাইট ভূমিশয্যা নিল–মৃত। ইউস্টেশিয়ার পার্ট ফুরিয়ে গেল। এই প্রথমবারের মত, যে মানুষটির জন্যে এসেছে তাকে দেখতে পেল ও।

ত্রিশের মত বয়স, ভাবুক গোছের চেহারা, হাসিখুশি এক যুবক, ঘরের ওমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখনও তো দেখেনি, এ-ই নিশ্চয়ই ক্লাইম ইয়েব্রাইট, ধারণা করল ইউস্টেশিয়া। পরম আগ্রহে যুবকের দিকে চেয়ে রইল সে, বুঝতে চাইছে কেমন ধরনের মানুষ।

নাটক শীঘ্রিই শেষ হয়ে গেল এবং মিসেস ইয়েব্রাইট অভিনেতাদের খানা-পিনার জন্যে ডাকলেন। ইউস্টেশিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যদের সঙ্গে। অবস্থা বেগতিক টের পাচ্ছে। হেলমেট খুলে খেতে বসলে, সবাই চিনে

ফেলবে। তো এক পর্যায়ে ক্লাইম ইয়েব্রাইট ওকে খাবার সাধলে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

'একটা কিছু অন্তত মুখে দাও,' অনুরোধের সুরে বলল যুবক।

'না, ধন্যবাদ,' মাটিতে চোখ রেখে বলল ইউস্টেশিয়া।

ওর গলা শুনে চিন্তিত ভঙ্গিতে চাইল একবার ক্লাইম, কিন্তু কিছু বলল না। চাচাতো বোন টমাসিনের কাছে হেঁটে গেল সে, মেয়েটি একাকী বসে বিমর্ষচিত্তে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ইউস্টেশিয়ার। ছেলেবেলায় ক্লাইম নাকি তার সুন্দরী চাচাতো বোনটিকে খুব পছন্দ করত।

মুহূর্তে হিংসের আগুন জ্বলে উঠল ইউস্টেশিয়ার অন্তরে। ও যে কত সুন্দরী আর আকর্ষণীয় তা দেখিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ইয়েব্রাইটদের বাড়িতে পুরুষের ছদ্মবেশে এসেছে সে, কাজেই মুখ ঢেকে রাখতেই হবে। কি লাভটা হলো তবে এসে?

ক'মুহূর্ত পরে, ক্লাইম আবারও এল ইউস্টেশিয়ার কাছে। বসে আছে মেয়েটি, ওর দিকে এমনভাবে চাইল যুবক যেন কিছু জানতে চায়।

এখন পালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই বেচারীর। হাতে করে উঠে পড়ে ও চলে গেল বাড়ির বাইরে। দরজাটা খুলে গেল পরমুহূর্তে আবার এবং ক্লাইম ইয়েব্রাইট এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'একটা প্রশ্ন ছিল আমার,' বলল যুবক। 'তুমি তো আসলে মেয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি।

'কিন্তু মেয়েরা তো নাটকে অভিনয় করে না,' বলল ক্লাইম। 'তুমি করলে যে?'

'একটু বৈচিত্র্যের জন্যে। মনটা হালকা করতে।'

' তোমার বুঝি খুব দুঃখ? কেন, জানতে পারি?'

'এ জন্যে দায়ী আমার জীবন।'

' তোমাকে পার্টিতে ডাকতে পারতাম আমি,' বলল ক্লাইম। 'আচ্ছা, আমি যখন এখানে থাকতাম, তখন তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

' দেখেননি,' বিষণ্ন শোনাল মেয়েটির গলা।

'বড় অদ্ভুতভাবে তারমানে পরিচয় হলো, ব্যস, আর কোন প্রশ্ন নেই আমার।'

ইউস্টেশিয়া নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, আর ক্লাইম ফিরে গেল বাড়ির ভেতর।

এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মেয়েটি, সহ অভিনেতাদের জন্যে

অপেক্ষা করার তর সইল না। দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে চলল। বারবার কেবল কানে বাজছে ক্লাইম ইয়েব্রাইটের কথাগুলো।

পরিকল্পনা মত দেখা করা গেছে লোকটার সাথে, এবং কথাও হয়েছে। কিন্তু আবার দেখা হবে কিভাবে? ইয়েব্রাইট পরিবারে ও তো একদমই অচেনা এক মেয়ে।

মিস্টোভার ন্যাপে পৌঁছে, মুহূর্তের জন্যে থমকাল ও। মুখ তুলে রেইনবারো এবং ওটার মাথার ওপর দীপ্ত চাঁদটাকে লক্ষ করল। এবার মনে পড়ে গেল ওর।

আরে, আজ রাতেই না ডেমন উইলডেভের সঙ্গে দেখা করার কথা! ওর সঙ্গে যাবে কি না জানাতে হবে তো।

'হুঁ, অনেক দেরি হয়ে গেছে, কালই জবাব পেয়ে যাবে ও,' জোর গলায় বলে উঠল ইউস্টেশিয়া। এবার আবার ক্লাইম ইয়েব্রাইটের কথা মনে এল। সুন্দরী ওই চাচাতো বোনটার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করছে সে।

'আহা, ডেমনের সঙ্গে মেয়েটার বিয়েটা হয়ে গেলে কী ভালই না হত!' নিজের মনে বলল ইউস্টেশিয়া। 'কিন্তু হয়নি যে সেজন্যে আমিই দায়ী। ইস, আগে যদি জানতাম!'

সে রাতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, উইলডেভকে একটা চিঠি লিখল ইউস্টেশিয়া। পরদিন, উইলডেভের দেয়া কিছু উপহারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল ওটা।

ইউস্টেশিয়ার চিঠি পড়ে থ বনে গেল উইলডেভ। ভাষাটা এরকম :

ভাল মত ভেবে চিন্তে দেখলাম, আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা কথা-বার্তা হওয়া ঠিক নয়। দু'বছর ধরে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি। আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি টানছি, তুমি যেহেতু আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছ।

ইউস্টেশিয়া।

'আমাকে এভাবে বুদ্ধু বানাল!' উইলডেভ রেগে কাঁই।

দু'দিন বাদে, উইলডেভ আর টমাসিনের বিয়ে হয়ে গেল। গির্জায় হাজির হলো ইউস্টেশিয়া এবং ওকে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল বরের মুখের চেহারা। ওর অভিব্যক্তি যেন বলছে: 'কেমন শাস্তি দিলাম!'

ওর চাহনির জবাবে শান্ত সুরে জবাব দিল ইউস্টেশিয়া, 'ভুল করছ, ডেমন। তুমি টমাসিনকে বিয়ে করাতে আমি কতটা খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।'

BANGLAPDF.NET

আট

ক্লাইম ইয়েব্রাইট এগডন হীথকে ভালবাসে। ওর কাছে, গ্রামটা সারা বছরই প্রাণপ্রাচুর্যের ও সৌন্দর্যের লীলা ভূমি। হীথে হাঁটে যখন, কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করে না ও। এগডন হীথের পাখ-পাখালি, জীব-জানোয়ার, লতা-পাতা, গাছ-গাছালি এসব ওকে ভয়ানক আকর্ষণ করে। ইউস্টেশিয়া গ্রামটাকে যতখানি ঘৃণা করে ও ঠিক ততটাই ভালবাসে।

প্রথমটায়, ব্লুমস এন্ডে মাত্র দু'হপ্তা কাটাবে ভেবে রেখেছিল ক্লাইম। কিন্তু এখন আর তার প্যারিসে ফিরে যেতে মন চাইছে না, ওখানে যদিও মস্ত বড় এক হীরে কোম্পানীর ম্যানেজার সে। কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ওখানে তাকে অমন শক্ত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

কিন্তু এগডন হীথের শান্ত নিঝুম জীবন কখনও ভুলতে পারেনি ও। এখন হীথে ঘুরে বেড়িয়ে, লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে, নতুন পরিকল্পনা সাজাল ক্লাইম।

মিসেস ইয়েব্রাইট ভেবে পাচ্ছেন না ছেলে এতদিন রয়েছে কেন এখানে। কিন্তু ছেলেকে এ নিয়ে কোন প্রশ্নও করতে গেলেন না। রবিবারের এক সকালে, মাকে পরিকল্পনার কথা জানাল ছেলে।

'আমি আর প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি না, মা,' বলল ক্লাইম। 'চাকরিটা ওখানকার ছেড়ে দিয়েছি, আর আমার সমস্ত মাল-সামান ফেরত পাঠাতে বলেছি।'

'আগে বলিসনি কেন আমাকে?' হতবিহ্বল মা প্রশ্ন করলেন।

'বলা উচিত ছিল, মা,' জবাবে বলল ক্লাইম। 'কিন্তু বলিনি পাছে তুমি যদি খুশি না হও।'

'হইওনি। এটা কেমন তরো কথা? বলি, প্যারিসে অত ভাল চাকরি ছেড়ে এখানে আসবি কি করতে?'

'আমি মানুষকে সাহায্য করতে চাই,' মাকে বলল ক্লাইম। 'হীরে বেচলে এক আমারই কেবল লাভ হয়। কিন্তু আমি গরীব, অভাবী মানুষদের সাহায্য করতে চাই। আর তা করতে হলে আমাকে হতে হবে স্কুলমাস্টার...'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মিসেস ইয়েব্রাইট। ছেলেকে অসম্ভব

ভালবাসেন তিনি, গর্ব বোধ করেন তাকে নিয়ে। ক্লাইম জীবনে সফল হবে তিনি তাইই চান।

'তোর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে,' বললেন মিসেস ইয়েব্রাইট। 'অত ভাল একটা কাজ কেউ ছাড়ে? দুনিয়ায় স্কুলমাস্টারের কোন অভাব আছে?'

ক্লাইম নিরুত্তর।

মা-ছেলে গোমড়া মুখে বসে, এমনি সময় টোকা পড়ল দরজায়।

তড়িঘড়ি ঘরে প্রবেশ করল এক গ্রামবাসী। মাথা মোটা লোকটার নাম ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল। মিসেস ইয়েব্রাইটকে সে মাঝেমধ্যে সাহায্য করে বাগানের কাজে।

'গির্জায় আজ অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটেছে,' কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গিতে শুরু করল ক্রিশ্চিয়ান। 'সবাই আমরা প্রার্থনা করছি, গির্জা একদম নীরব। হঠাৎ শুনি ভয়ঙ্কর এক চিৎকার।'

'কেন, কি হয়েছিল?' মিসেস ইয়েব্রাইট শুধালেন, 'কে চেঁচাল?'

'মিস ভাই,' ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল জবাব দিল। 'চেঁচিয়েছে, কারণ সুসান নানসাচ তার হাতে ইয়া বড় এক সুঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

'বলো কি!' মিসেস ইয়েব্রাইট প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'সুসান অমন কাজ করতে গেল কেন?'

'সুসান নানসাচ মিস ভাইকে ডাইনী মনে করে, ম্যাম। বলে কিনা মিস ভাই নাকি তার ছেলে জনিকে অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছে। মিস ভাই মূর্ছা যেতে সবার সে কি চেঁচামেচি! বেচারী মিস ভাইকে মহিলা কী মিথ্যে অপবাদটাই না দিল! শুধু কি তাই, সুঁইও মারল।'

ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল চলে গেলে, মার দিকে চাইল ক্লাইম।

'দেখলে তো, মা, এদেরকেই শিক্ষা দিতে হবে আমার,' বলল। 'এ যুগে কেউ ওসব ডাইনী-ফাইনীতে বিশ্বাস করে? ছি, কী জঘন্য ব্যাপার!'

'ভাল মেয়েদের কেউ ডাইনী বলে না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন মা।

'কে এই মিস ভাই?'

'দেমাগী এক ছুঁড়ী, বাডমাউথ থেকে এসেছে,' বললেন মা। 'একা একা হীথে ঘুরে বেড়ায়, কারও সাথে কথা বলে না।'

সেদিন বিকেলের শুরুতে, জনা কয় গ্রামবাসী, মিসেস ইয়েব্রাইটের কাছে একখানা শক্ত দড়ি ধার নিতে এল। ক্যাপ্টেন ভাই-র কাঠের বালতিটা নাকি পড়ে গেছে কুয়ায়। দড়ি ছিঁড়ে গেছে বলে পানি তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

ক্লাইম রশিটা খুঁজে দিয়ে ওদের বলল, 'ক্যাপ্টেন ভাই কি মিস ভাই-র আত্মীয় নাকি, যাকে আজ গির্জায় সুঁই মারা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তিনি মিস ভাই-র দাদু,' জনৈক গ্রামবাসী জবাব দিল। 'মিস ভাই

খুব ভাল মেয়ে। পারলে একবার দেখতে যেয়েন তাকে।'

'মেয়েটা খুব চালাকও,' বলল আরেকজন।

'আচ্ছা, মিস ভাই কি বাচ্চাদের পড়াতে রাজি হবে, কি মনে হয় তোমাদের?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ক্লাইম।

'জানি না, হুজুর। আপনি নিজেই জেনে নেবেন। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, এটুকু জানি।'

'আমাদের সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা নেই ওদের,' বলল ক্লাইম।

'তাহলে এক কাজ করুন না কেন, আমাদের সাথে আজ রাতে মিস্টোভার ন্যাপে চলুন?' বলল লোকটা। 'কুয়ো থেকে ছ'টার সময় বালতিটা তুলব আমরা। মিস ভাই থাকবেন ওখানে। আপনি সাহায্যও করতে পারবেন আমাদের।'

' দেখি,' বলে বাড়িতে ঢুকে গেল ক্লাইম। ওর মন বলছে সেদিনের সেই তুর্কী নাইট ও আজকের মেয়েটি একই ব্যক্তি–ইউস্টেশিয়া ভাই।

নয়

চমৎকার চনমনে বিকেল, মাকে নিয়ে হীথে ঘণ্টা খানেক ধরে ঘুরে বেড়াল ক্লাইম।

উঁচু সেই বিন্দুটিতে পৌছল ওরা-কোয়ায়েট ওয়োম্যান ও মিস্টোভার ন্যাপ দুটোই দেখা যায় যেখান থেকে। মিসেস ইয়োব্রাইট টমাসিনের সংসার দেখতে যাবেন ভেবে রেখেছেন।

'আমি তাহলে যাই, মা,' বলল ক্লাইম। 'মিস্টোভার ন্যাপে যেতে হবে। কুয়ো থেকে ক্যাপ্টেনের বালতিটা তুলতে দেখি সাহায্য করতে পারি কি না। মিস ভাই-র সঙ্গে দেখা করব। কিছু কথা আছে।'

'তোকে যেতেই হবে?' বেজার কণ্ঠে বললেন মা।

'হ্যাঁ, মা।'

দাঁড়িয়ে থেকে, ছেলেকে হনহন করে মিস্টোভার ন্যাপের উদ্দেশে হাঁটতে লক্ষ করলেন মিসেস ইয়োব্রাইট।

দেখা ওদের এক সময় না এক সময় হতই, আত্মগতভাবে বললেন তিনি। ক্লাইম আগ্রহী হয়ে উঠবে ইউস্টেশিয়ার প্রতি, দুর্বল হয়ে পড়বে। তারপর?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ির দিকে ফিরে চললেন ভদ্রমহিলা। আজ আর টমাসিনের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ওদিকে, তাড়াহুড়ো করে মিস্টোভার ন্যাপের উদ্দেশে চলেছে ক্লাইম, ওর দীর্ঘ ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে সামনে।

ক্লাইম যখন পৌছল, গ্রামবাসী তার আগেই কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে বালতি উদ্ধারে।

কুয়োর মুখের কাছে ইতোমধ্যে উঠে এসেছে ওটা। অনেকগুলো হাত ওটা টেনে তুলতে উদ্‌গ্রীব। তারপর হঠাৎ দুম করে কুয়োয় ফের পড়ে গেল বালতিটা।

পরবর্তী প্রচেষ্টা চালানো হলে, রশি ধরে কুয়োর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ক্লাইম।

'এই, ওঁর গায়ে একটা দড়ি পেঁচিয়ে দাও, নইলে বিপদ ঘটতে পারে!' একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলে উঠল। ইউস্টেশিয়া ভাই। সবার নজর ঘুরে গেল তার দিকে। সুন্দরী মেয়েটি ওপরতলার এক জানালার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে টকটকে লাল হয়ে রয়েছে জানালার কাঁচ।

অত্যুৎসাহী প্রয়াস চলছে বালতি উদ্ধারের। একটু পরে জনৈক গ্রামবাসী ক্লাইমের জায়গা নিল। মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনামাত্র বুঝে গেছে ক্লাইম, তুর্কী নাইট আর ইউস্টেশিয়া ভাই একই মেয়ে।

শেষমেষ উঠে এল বালতি, কিন্তু দেখা গেল তলায় তার মস্ত এক ফুটো। ইউস্টেশিয়া বাসার দরজার কাছে এসে দুঃখিত কণ্ঠে বলল, 'এহহে, আজ রাতে আর পানি পাব না...'

'আমি না হয় বাসা থেকে পাঠিয়ে দেব, চিন্তা কোরো না,' বলে এগিয়ে গেল ক্লাইম।

'না, না, ঠিক আছে,' জবাব দিল ইউস্টেশিয়া। 'পানির ব্যবস্থা আছে। দেখবেন কোথায়?'

গ্রামবাসী মিস্টোভার ন্যাপ ত্যাগ করলে, ক্লাইমকে নিয়ে ছোট্ট জলাশয়টার কাছে চলে এল ইউস্টেশিয়া। পোড়া ছাই তখনও পড়ে রয়েছে ওখানে।

ভোবার পানিতে একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারল মেয়েটি।

'এ পানি খাওয়া যাবে?' মৃদু হেসে শুধাল।

'দেখতে তো পরিষ্কারই লাগছে,' বলল ক্লাইম।

'না,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'এই বিচ্ছিরি হীথে থাকার চেষ্টা হয়তো করা যায়। কিন্তু তাই বলে এই ভোবার পানি খাব? উঁহুঁ!'

এর জবাবে, কুয়োর কাছে ফিরে এল ক্লাইম। ইউস্টেশিয়াকে দড়ি ধরতে বলল ও। ছোট বালতিটাতে করে অল্প পানি তোলা যাবে ভাবল।

রশিটা ধরল ইউস্টেশিয়া, কিন্তু তার আঙুল গলে পিছলে চলে গেল ওটা।

'ব্যথা পাওনি তো?' ইউস্টেশিয়া চেঁচিয়ে উঠতে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল ক্লাইম।

দু'হাত বাড়িয়ে ধরল মেয়েটি। এক হাতের চামড়া ছড়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

'ছেড়ে দিলেই পারতে,' নরম সুরে বলল ক্লাইম।

'বাহ্, আপনি না বললেন ধরে থাকতে? আজ কি যে হলো, এ নিয়ে দু'বার ব্যথা পেলাম। দেখুন না!'

আস্তিন গোটাল যুবতী। বাহুতে উজ্জ্বল লাল দাগটা দেখাল ক্লাইমকে।

'বড় বজ্জাত মেয়েলোক,' বলল ক্লাইম। ইউস্টেশিয়ার ধবধবে বাহুতে চোখ রেখে, এমনভাবে কথাটা বলল যেন ওখানটায় চুমু খেতে পারলে ভাল হত।

'গ্রামের লোকজনের শিক্ষা দরকার,' বলল ক্লাইম। 'আমি দায়িত্বটা নেব ভাবছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? দু'জনে আমরা অনেক কিছু করতে পারব।'

'তাই কি? মাঝে মাঝে মনে হয় এদের আমি ঘৃণা করি। যাকগে, আপনার কি প্ল্যান বলুন শুনি।'

এক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বলল ক্লাইম, 'আমার মনে হয় তোমাকে আমি আগেও দেখেছি। যদিও তখন মুখ দেখতে পাইনি।'

'হবে হয়তো।'

'তুমি খুব একা এখানে।'

'আমি ঘৃণা করি গ্রামটাকে,' জবাব দিল ইউস্টেশিয়া। 'বদ্ধ কারাগার মনে হয় আমার এটাকে।'

'কারাগার?' বিস্মিত ক্লাইম পুনরাবৃত্তি করল। 'এগডন হীথ সব মৌসুমেই প্রিয় আমার। এমনকি এখন যে এত অন্ধকার তবুও। এই পাহাড়ী এলাকায় থাকতে পারলে আমি দুনিয়ার আর কোথাও যেতে চাইব না।'

'কিন্তু থাকেন তো প্যারিসে! ইস, আমি যদি অত বড় একটা শহরে থাকতে পারতাম!'

'আমিও একসময় তাই ভাবতাম,' বলল ক্লাইম। 'কিন্তু পাঁচ বছরের শহুরে জীবন পাল্টে দিয়েছে আমাকে।'

ব্যথিত হাসি হাসল ইউস্টেশিয়া।

'আমাকে বাসায় যেতে হয় এখন, মিস্টার ইয়েব্রাইট, হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধব।'

সেদিন সন্ধেয় বাড়িতে পায়চারি করতে গিয়ে ইউস্টেশিয়া অনুভব করল, নতুন এক জীবন শুরু হতে যাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ ওর উত্তেজনায় আর সৌভাগ্যে ভরপুর।

অন্ধকারাচ্ছন্ন হীথের রাস্তায় হেঁটে চলেছে ক্লাইম, শিক্ষকতার নানা পরিকল্পনা ঘুরছে তার মাথার মধ্যে। সুন্দরী এক তরুণী এখন ওর পরিকল্পনার একটা অংশ জুড়ে রয়েছে।

বাকি রাতটুকু বই-পত্রের বাঁধন খোলাখুলি করতে কেটে গেল ওর। পরদিন উঠে পড়ল আঁধার থাকতে। প্রদীপের আলোয় দু'ঘণ্টা পড়াশোনা করল ও। লেখাপড়ার পাঠ চুকাল সেই বিকেল নাগাদ। তারপর হাঁটতে বেরোল, গন্তব্য মিস্টোভার ন্যাপ।

যেমন আশা করেছিল, ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে ঠিকই দেখা হলো ওখানে।

দশ

নতুন বছরে, পুরোদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাইম। প্রতিদিন কাজ আর লেখাপড়া করে প্রচুর সময় কাটে ওর।

তাই বলে হীথে তার হাঁটাহাঁটি কিন্তু বন্ধ হয়নি। মিস্টোভার ন্যাপ কিংবা রেইনবারোর আশপাশেই অবশ্য বেশি দেখা যায় ওকে।

মিসেস ইয়েব্রাইট ছেলেকে লক্ষ করেন, কিন্তু কিছু বলেন না। বুঝে গেছেন ছেলে স্কুল শিক্ষক হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ-ও আন্দাজ করতে পারছেন, ক্লাইম আর ইউস্টেশিয়া প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করছে। মিসেস ইয়েব্রাইট ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছেন। ছেলের সঙ্গে এখন যতটা সম্ভব কম কথা বলেন।

গড়িয়ে চলেছে বছরটা। মাচ মাস এসেছে। এগডন হীথ তার শীতকালীন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করেছে।

বসন্তের এক মন কেমন করা সন্ধেয়, মিস্টোভার ন্যাপের জলাশয়টার পাশে মিলিত হলো ইউস্টেশিয়া ও ক্লাইম। ওখানেই প্রথম চুম্বন বিনিময় করল ওরা। ক্লাইম সেদিন বাড়ি ফিরল একরকম নাচতে নাচতে। মুখের চেহারায় রক্তাভা তার, চোখজোড়া কি এক অনির্বচনীয় সুখে ঝিকমিক করছে।

BANGLAPDF.NET

রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছিলেন মিসেস ইয়োব্রাইট। মায়ের উল্টো দিকের চেয়ারে যথারীতি খেতে বসল ক্লাইম। প্রথমটায় মার নীরবতা লক্ষ করল না ও। পরে এ ব্যাপারে কথা বলল সে।

'আজ পাঁচ দিন হলো, মা, তুমি আমার সাথে কথা বলছ না। এতে কার কি লাভ হচ্ছে জানতে পারি?'

'কোন লাভ হচ্ছে না,' জবাব দিলেন মা, 'কিন্তু এর কারণ আছে, জানিস তুই।'

'তোমার রাগের আর নীরবতার কারণ ইউস্টেশিয়া ভাই। এই তো?'

'হ্যাঁ, ওর সাথে মেলামেশা করে জীবনটা নষ্ট করতে যাচ্ছিস তুই। ও তোর মাথাটা খাচ্ছে, তা না হলে অনেক আগেই ওসব পাগলামির ভূত তোর মাথা থেকে নেমে যেত। এখন তুই এখানে না, প্যারিসে থাকতিস।'

'কথাটা সত্যি নয়, মা,' উত্তর দিল ক্লাইম। 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি স্কুল চালু করবই করব। ইউস্টেশিয়া ভাই শিক্ষিতা মেয়ে। ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'ও তোর কোন কাজেই আসবে না,' জবাব দিলেন মিসেস ইয়োব্রাইট। 'ও একটা কুঁড়ের হদ্দ, মনমরা মেয়েমানুষ। মানুষকে সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। নিজেরটা ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে।'

'আমি মানতে পারলাম না, মা,' বলল ক্লাইম। ' বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব নিতে পারবে ও। আমি পড়াব ওদের, সেই সাথে নিজের পরীক্ষার পড়াও তৈরি করব। ওর মত মেয়েকে বউ হিসেবে পেলে...'

'কি বললি? ও, বিয়ের কথাও ভাবা হয়ে গেছে? তুই অন্ধ হয়ে গেছিস, ক্লাইম, কি করছিস নিজেও জানিস না। ও মোটেই ভাল মেয়ে নয়। এই বোকামি করিস না, বাপ!'

সটান উঠে দাঁড়াল ক্লাইম। ক্রুদ্ধ।

'ইউস্টেশিয়া সম্পর্কে এসব কথা শুনতে রাজি নই আমি,' বলল।

একটু পরেই, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ক্লাইম। ক'ঘন্টা পরে যখন ফিরল, ওর মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ব্লুমস এন্ডে পরদিনটা বড় শ্রী কাটল। ক্লাইম ইয়োব্রাইট মার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মা জবাব দিলেন না। সাতটা অবধি কাজ-টাজ করে, গায়ে কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্লাইম।

আজ রাতে রেইনবারোতে ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ইউস্টেশিয়ার লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে, ওর বাহুডোরে বাঁধা পড়ল মেয়েটি, এবং দু'জোড়া ঠোঁট খুঁজে

নিল পরস্পরকে।

'ইউস্টেশিয়া, তুমি আমার!'

'ক্লাইম, জান আমার!'

পাক্কা তিন মিনিট একে অন্যকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল ওরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি বাঁধনমুক্ত হয়ে।

'এই, ক্লাইম, এভাবে কিন্তু সব সময় প্রেম করা যাবে না।'

'কেন, কেন?' প্রেমিকাকে ফের জড়িয়ে ধরল যুবক।

'কারণ, প্রেম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তোমার চাইতে বেশি আমার,' করুণ সুরে জবাব দিল ইউস্টেশিয়া। 'একজনকে আগে ভালবাসতাম আমি।'

'ওকথা আর বোলো না, ইউস্টেশিয়া, দোহাই তোমার!'

'আমাদের প্রেমে আমার তরফ থেকে বাধা আসবে না,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'কিন্তু তোমার মা শিগ্‌গিরি আমাদের সম্পর্কের কথাটা জেনে যাবেন। তখন দেখবে, উনি কেমন বেঁকে বসেন।'

'মা জেনে গেছে।'

'আমার ওপর খুব রাগ তাঁর, ঠিক না?'

ক্লাইম নিরুত্তর।

'আমাকে আরেকবার চুমু খাও!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি, 'এই শেষবারের মত। আর দেখা হবে না আমাদের!'

'কে বলল হবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ক্লাইম। 'আমি আজ রাতে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব বলেই এসেছি। তুমি আমার বউ হবে, ইউস্টেশিয়া? কি, জবাব দাও?'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও,' নরম সুরে বলল যুবতী। 'প্যারিসের কথা আরও জানতে চাই, আমি, ক্লাইম। ওখানকার ব্যস্ত রাস্তা-ঘাট, বড় বড় বাড়ি-ঘরের গল্প শুনতে বড্ড ভাল লাগে আমার...'

'প্যারিসের কথা থাক,' বলল ক্লাইম। 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা সেটা বলো।'

'আমাকে যদি তোমার সাথে প্যারিসে নিয়ে যাও–তবে এখুনি কবুল করব,' জবাব দিল ইউস্টেশিয়া।

'তুমি আর মা দু'জনেই আমাকে প্যারিসে পাঠাতে চাইছ!' হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল ক্লাইম। 'কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার কাজ এখানে, স্কুলে।'

'তোমার পরিকল্পনা সফল হবে না, দেখে নিয়ো,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটি। 'প্যারিসে তোমার যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত তাই তোমার বউ হতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আমি সংসারে কতটা ভাল করতে পারব, জানি না। তোমাকে আমি ভালবাসি, ক্লাইম। তোমার স্ত্রী হিসেবে প্যারিসে বাস

করতে পারলে, হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছি মনে করব। কিন্তু ভাল যখন বেসেই ফেলেছি এই এগডন হীথেও থাকতে আপত্তি নেই আমার।'

হাতে হাত রেখে, মিস্টোভারে ফেরত এল দু'জনে। ইউস্টেশিয়া কথা দিল, দাদুকে ওদের সিদ্ধান্তের কথাটা জানাবে। এরপর বিচ্ছিন্ন হলো প্রেমিক যুগল, এবং ক্লাইম ফিরে চলল ব্লুমস এন্ডে।

ইউস্টেশিয়ার কাছ থেকে যতই দূরে সরে যাচ্ছে, মনটা ততই বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছে ক্লাইমের।

ইউস্টেশিয়া কি সত্যিই বিশ্বাস করে ওকে সে প্যারিসে নিয়ে যাবে? শুধু এর জন্যেই কি মন দিয়েছে ওকে মেয়েটি? আরেকটা ব্যাপারও পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক মার কাছ থেকে ওকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

ইউস্টেশিয়ার ভালবাসা চায় ক্লাইম, কিন্তু তাই বলে মার ভালবাসা হারাতেও রাজি নয়। তার ওপর শিক্ষকতার পেশা বেছে নিতে চাইছে ও। এখন আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে পারছে, একই সুতোয় তিনটিকে বাঁধতে পারবে না সে। বাড়ি পৌছল ক্লাইম, উদ্বিগ্ন ও অশান্ত মন নিয়ে।

এগারো

পরের কয়েক মাস, গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করল ইউস্টেশিয়া আর ক্লাইম। ইউস্টেশিয়া আর কঠোর পড়াশোনা–এ নিয়েই মেতে রইল যুবকটি।

এক বিকেলে, টমাসিনের ওখান থেকে সবে ফিরে এসেছেন মিসেস ইয়োব্রাইট, ক্লাইমকে বললেন, 'বড় অদ্ভুত কথা শুনলাম। কোয়ায়েট ওয়োম্যানে কি সব বকবক করছিল ক্যাপ্টেন ভাই। বলল তুই আর ইউস্টেশিয়া নাকি এনগেজমেন্ট করেছিস?'

'হ্যাঁ, মা,' বলল ক্লাইম। 'তবে বিয়েটা এখন হচ্ছে না।'

'না হওয়াই ভাল,' জবাবে বললেন মা। 'বউকে নিয়ে প্যারিস যাবি তো?'

'না, মা, তোমাকে তো বলেইছি। প্যারিসে আর যাচ্ছি না। বাডমাউথে একটা স্কুল খুলব আমি। ইউস্টেশিয়া আমাকে সাহায্য করবে। ও খুব ভাল মেয়ে, আমাকে সুখী করতে পারবে।'

'ও যদি ভাল মেয়ে হয়, তাহলে দুনিয়ায় খারাপ মেয়ে বলে কেউ নেই!' কঠোর কণ্ঠে বললেন মা। 'আমি তোর মা, ক্লাইম, কিন্তু তুই সেটা ভুলে গেছিস। ওই মেয়ে তোর মাথাটা খেয়েছে। এতই যদি কষ্ট দিবি তোর ফিরে আসার কি দরকারটা ছিল?'

'এই যদি তোমার মনোভাব হয়, তাহলে আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে নিতে দাও। ইউস্টেশিয়াকে বিয়ে করে আমি আলাদা সংসার পাতব।'

কথাগুলো বলে মেজাজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্লাইম। ওর ইচ্ছে ছিল মার সঙ্গে বিকেলে ইউস্টেশিয়ার আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু তা আর হলো কই? ওকে এখন যে কোন একজনকে বেছে নিতে হবে। এবং ক্লাইম বেছে নিল ইউস্টেশিয়াকেই।

পরে, সেদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে কথা আদায় করল ক্লাইম, দু'হপ্তার মধ্যে বিয়েটা সেরে নেবে। প্রতিশ্রুতি দিল ক্লাইম, হীথে একটা বাড়ি খুঁজে নেবে। ওখানে বড়জোর ছয় মাস থাকবে। তারপর বাডমাউথের কোন বাড়িতে উঠে গিয়ে স্কুল খুলবে।

দ্বিমত করল না মেয়েটি। সেদিন সন্ধেয়, মালপত্র বেঁধে ছেঁদে বাড়ি ছাড়ার প্রস্তুতি নিল ক্লাইম।

জুন মাস হলে কি হবে, পরের দিনটা ছিল ঝোড়ো আর কনকনে ঠাণ্ডা। হীথের ওপর দিয়ে ছয় মাইল হাঁটল ক্লাইম, পুব এগডনের গ্রামের উদ্দেশে। গ্রামের উল্টোপাশে একটা ছোট, খালি কটেজ চোখে পড়েছিল ওর।

ওটায় তখুনি ভাড়া নিয়ে চলে আসবে ঠিক করল সে। মার বাড়িতে আর একটা মুহূর্ত নয়। পরদিন, ওর জিনিসপত্র পৌছে গেল পুব এগডনে এবং বেশ কিছু আসবাবপত্র কেনার ব্যবস্থা করল ও।

'চলি, মা,' মুখ ভার করে বলল ছেলে, মার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এ মাসের পঁচিশ তারিখে আমাদের বিয়ে। এসো কিন্তু।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' প্রত্যুত্তর দিলেন মিসেস ইয়োব্রাইট।

'না এলে সে দোষ কিন্তু আমার কিংবা ইউস্টেশিয়ার নয়, মা। কথাটা মনে রেখো! আসি।'

মাকে চুমু খেয়ে তাড়াহুড়ো বাড়ি ত্যাগ করল ক্লাইম।

ছেলে চলে গেলে, দীর্ঘক্ষণ পায়চারি করলেন মা, আর বুক ভাসিয়ে কাঁদলেন।

বিয়ের দিন এল, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে একবারের জন্যেও বেরোলেন না মিসেস ইয়োব্রাইট। এগারোটার দিকে, গির্জার দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দুঃখিনী মা।

BANGLADRIVE.NET

'কত বড় ভুল করল একদিন টের পাবে ছেলেটা,' নিজের মনে বললেন। 'তখন মার কথা মনে পড়বে!'

বারো

বহু বছর আগে, স্বামী মারা যান মিসেস ইয়োব্রাইটের। স্ত্রীকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যান ভদ্রলোক। ক্লাইম ও টমাসিনের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার কথা সেগুলো।

এদের কারও বিয়েতেই খুশি হতে পারেননি মিসেস ইয়োব্রাইট। কিন্তু তিনি সৎ মহিলা, টাকাটা রেখে দেয়ার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই।

ক্লাইমের বিয়ের দিন, স্বর্ণমুদ্রাগুলো বের করে গুনে নিলেন তিনি। ঠিক একশোটা আছে। পঞ্চাশটার দুটো ভাগ করে দুটো থলেয় ভরে রাখলেন মুদ্রাগুলো। টমাসিন আজ রাতে ক্লাইম ও ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে দেখা করবে মিস্টোভার ন্যাপে, জানেন তিনি। মিসেস ইয়োব্রাইট চান না, টাকার কথাটা উইলডেভ জানুক। ছেলেটিকে বিশ্বাস করেন না তিনি।

তো যা হোক, ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টলের হাত দিয়ে মিস্টোভার ন্যাপে টাকাটা পাঠাবেন ঠিক করলেন। টমাসিন তাহলে নিরাপদেই হাতে পাবে তার অংশ, এবং ক্লাইমও পাবে নিজেরটা।

মিসেস ইয়োব্রাইট ক্যান্টলকে বলে দিলেন থলেয় কি আছে। কথাটা ভেঙে বলে দিলেন তিনি, হাতে হাতে থলে দুটো টমাসিনকে ও ক্লাইমকে পৌঁছে দিতে হবে।

ন'টার দিকে ব্লুমস এন্ড ত্যাগ করল ক্যান্টল, কিন্তু আঁধার তেমনভাবে জেঁকে বসেনি তখনও। বাড়িটা দৃষ্টি সীমার আড়াল হতেই, বসে পড়ে বুটজোড়া খুলল ও। এবার দু'থলের মুদ্রা দু'বুটের ভেতর পুরে নিল লোকটা। হাঁটতে জুত হচ্ছে না যদিও, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল এখন নিশ্চিন্ত, স্বর্ণমুদ্রাগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ফের হাঁটতে শুরু করতেই, একদল গ্রামবাসীকে হৈ-চৈ করতে করতে কোয়ায়েট ওয়োম্যানের দিকে যেতে দেখল সে। ক্রিশ্চিয়ানকেও সঙ্গে যেতে প্ররোচিত করল তারা।

সে রাতে, গ্রামবাসীরা পাশা খেলার আয়োজন করেছে। এক টুকরো কাপড়ের জন্যে খেলাটা চলছে। টেবিলে একটা করে শিলিং রাখে একেকজন, এবং ছক্কা ছুঁড়ে দেয়। অন্যদের সঙ্গে নিজের শিলিংটাও রাখল ক্যান্টল। সে ছক্কা ছুঁড়লে দেখা গেল সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে।

ক্রিশ্চিয়ান কাপড়ের টুকরোটা পেলে, হেসে উঠল সবাই। বোকা যুবকটি ছক্কাগুলো তুলে নিয়ে হাতে ধরে রইল।

'এই,' কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা উইলডেভকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্যান্টল, 'আমার কপাল খোলে আগে জানতাম না! তোমার এক নিকট আত্মীয়ার টাকা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারি আমি,' স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটা বুট মেঝেতে ঠুকল ও।

'কি বলতে চাও তুমি?' প্রশ্ন করল উইলডেভ।

'ব্যাপারটা গোপনীয়। মিসেস ইয়োব্রাইট তোমার বউয়ের জন্যে আমার হাতে একটা জিনিস দিয়েছেন। এর বেশি কিছু বলা যাবে না।'

মুহূর্তে বুঝে নিল উইলডেভ, টমাসিনের জন্যে টাকা পাঠিয়েছেন মিসেস ইয়োব্রাইট। এবং ভদ্রমহিলা চান না কথাটা উইলডেভ জানুক।

'মিস্টোভার ন্যাপে গেলে চলো। আমিও যাব,' বলে লণ্ঠন তুলে নিল উইলডেভ। 'এই নাও। ছক্কাগুলো সাথে থাকলে তোমার কপাল খুলবে।'

উইলডেভ ও ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল একটু পরে মিশে গেল আঁধারে।

ক'মিনিট বাদে, রেভলম্যান ভিগোরি ভেনকেও নিঃসাড়ে সরাই ত্যাগ করতে দেখা গেল।

বেজায় গরম পড়েছে সে রাতে, সঙ্গে কুয়াশা। লণ্ঠনের আলো ঘিরে কীট-পতঙ্গের ওড়াওড়ি।

'তো, তুমি তার মানে আমার বউয়ের জন্যে টাকা নিয়ে চলেছ,' বলল উইলডেভ। 'ওটা আমার কাছেও তো দিতে পারতে।'

'না, মিসেস উইলডেভের হাতেই দেব,' ঝটিতি জবাব ক্যান্টলের।

ওরা রেইনবারো পৌঁছে গেছে প্রায়, এসময় উইলডেভ বলল, 'ওফ্, কী গরম বাপরে! এসো, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নিই, ক্রিশ্চিয়ান।'

মাঝে লণ্ঠনটা রেখে দু'দিকে বসে পড়ল ওরা। ক্রিশ্চিয়ান পকেটে হাত ভরে ছক্কাগুলো বের করে আনল।

'আহা, কী ক্ষমতা এই ছোট্ট জিনিসগুলোর!' বলল। 'আমাকে কাপড় পাইয়ে দিয়েছে। এর আগে কখনও বরাত খোলেনি আমার।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখলাম! একটা কাপড়ের টুকরো তো কিছুই না, হয়তো আজ রাতে আরও অনেক কিছু জিতে যাবে তুমি। কপাল যখন একবার খুলেছে...কই, চালে দেখি ছক্কাগুলো!'

বড়সড় এক চ্যাপ্টা পাথর খুঁজে নিয়ে লণ্ঠনের পাশে রাখল উইলডেভ। পকেট থেকে ওর দেখাদেখি একটা শিলিং বের করল ক্রিশ্চিয়ানও।

খেলল ওরা, এবং জিতল ক্রিশ্চিয়ান. পরের বারেও কপাল সঙ্গ দিল ওর। কিন্তু তিনবারের বার, সমস্ত টাকা চলে গেল উইলডেভের হাতে।

'হায় হায়! আমার আর কিছুই রইল না!' হাহাকার করে উঠল ক্রিশ্চিয়ান। এবার হঠাৎ করে বুটে গচ্ছিত টাকাগুলোর কথা মনে পড়ল ওর।

'তোমার বউয়ের টাকা আর তোমার টাকা একই কথা, মিস্টার উইলডেভ,' ধীরে ধীরে বলল ক্যান্টল। 'আমি জিতলে, লাভ হবে তোমার বউয়ের। আর হারলেও ক্ষতি নেই, টাকাটা তার ঘরেই যাবে!'

মুচকি হাসল উইলডেভ। মিসেস ইয়োব্রাইটের টাকা হাতে এসে যাচ্ছে, খুশি ধরে না তার।

উইলডেভ ইতোমধ্যেই তার স্বর্ণমুদ্রা পাথরের ওপর রেখেছে। বারে বারে ছোঁড়া হলো ছক্কা। পালা করে জিতল দু'জনেই। খেলায় মেতে উঠছে ওরা ক্রমেই।

হঠাৎ একসময়. ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল আবিষ্কার করল পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রাই তার বেহাত হয়ে গেছে। 'মরুকগে যাক,' ভেবে, বুট খুলল বাকি পঞ্চাশটা বের করার জন্যে।

'এই যে, আরেকটা। দেখবে, এবার সব ফেরত নেব আমি।'

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিশ্চিয়ানের চাইতে উত্তেজনা এ মুহূর্তে কম নয় উইলডেভের। ক্রিশ্চিয়ানের সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা জিতে নিতে বদ্ধপরিকর সে।

রাত এগারোটার দিকে আর্তনাদ করে উঠল ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল। শেষ স্বর্ণমুদ্রাটাও খুইয়েছে সে।

'কি করব আমি? এখন কি করব?' চেঁচিয়ে উঠল বোকা লোকটা।

'অত ভাবছ কেন? টাকাটা তো আমারই হত,' হেসে উঠল উইলডেভ।

'না, না, অর্ধেকটা মিস্টার ক্লাইমের!'

'তাহলে মিসেস ইয়োব্রাইট ইউস্টেশিয়ার হাতে টাকাটা দিলেই পারতেন,' জবাব দিল উইলডেভ। 'অত কথা কি, টাকা এখন আমার।'

বুট জোড়া পরে নিল ক্রিশ্চিয়ান। মনের দুঃখে কান্না পাচ্ছে তার। উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল চোখের আড়ালে।

এখন আর মিস্টোভার ন্যাপে গিয়ে কাজ নেই, ভাবল উইলডেভ. রাত অনেক হয়েছে। টমাসিন এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে গেছে। সরাইখানায় ফিরে যেতে উঠে পড়ল ও।

এসময় আচমকা, একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। রেড্‌ল্‌ম্যান।

ভেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে উইলডেভ।

'এতক্ষণ আমাদের ওপর চোখ রাখছিলে নাকি?' উইলডেভ হতভম্ব।

জবাব দিল না ভেন। ক্যান্টলের জায়গায় বসে পড়ল সে, পয়সা রাখল পাথরটার ওপর।

'পয়সা রাখো,' বলল ভেন। 'নাকি ভয় করে আমার সাথে খেলতে?'

উইলডেভ বসে পড়ে পাথরের ওপর একটা মুদ্রা রাখল।

'এ টাকা তোমার নয়,' বলল ভেন।

'আমার স্ত্রীর,' বলল উইলডেভ। 'তার মানেই আমার!'

'বেশ, তবে শুরু হোক।'

বিনা বাক্যব্যয়ে খেলা চালু করল ওরা। প্রথমবার ভেন জিতল, তারপর উইলডেভ। লণ্ঠনের আলো থেকে ছিটকে এসে খেলোয়াড়দের চোখে-মুখে পড়ছে পোকা। ভ্রূক্ষেপ নেই দু'জনের কারোরই।

বিশ মিনিট পর দেখা গেল ভেন জিতেছে ষাটটা স্বর্ণমুদ্রা। খেলা চলতেই থাকল।

স্থাণুর মত বসে ভেন। কিন্তু উইলডেভ মহা উত্তেজিত, আবেগ চাপা দিয়ে স্থির বসে থাকতে পারছে না। একসময় সাঙ্গ হলো খেলা। উইলডেভের ছুঁড়ে দেয়া শেষ মুদ্রাটাও জিতে নিল ভেন। টুঁ শব্দটি না করে, সমস্ত মুদ্রা জড়ো করে, আঁধারে গা ঢাকা দিল ভেন।

উইলডেভ আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার উদ্দেশে এগোল। আগুয়ান এক ক্যারিজের শব্দ কানে যেতে, লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের পেছনে।

খোলা ক্যারিজটা পেরিয়ে যাওয়ার সময়, ইউস্টেশিয়াকে দেখতে পেল সে। তার পাশেই বসে ছিল ক্লাইম, এক হাতে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে। ক্লাইমের নতুন কটেজে চলেছে নবদম্পতি।

প্রাক্তন প্রেমিকার দিকে চেয়ে ছিল বলে, টাকার কথা বেমালুম ভুলে গেল উইলডেভ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, শ্লথ পায়ে ফিরে চলল ও সরাইখানার পথে।

রাস্তার আরেকটু ওদিকে, ক্যারিজের শব্দ পেয়েছে ডিগোরি ভেনও। ঝোপের আড়াল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে।

'আরে, ডিগোরি না?' অবাক কণ্ঠে শুধাল ক্লাইম। 'কি করছ এত রাতে!'

'মিসেস উইলডেভের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' ব্যাখ্যা করল রেড্‌ল্‌ম্যান। 'তিনি মিস্টোভার থেকে ফেরেননি এখনও?'

'না, তবে এখুনি ফিরবে।'

আধ ঘন্টা অপেক্ষার পর, ক্যাপ্টেন ভাই-র ছোট্ট ক্যারিজটার আলো চোখে পড়ল ডিগোরি ভেনের। আবারও রাস্তার ওপর এসে থেমে দাঁড়াল ও।

'আমি দুঃখিত, মিসেস উইলডেভ, আপনাকে থামাতে হলো,' বলল রেড্‌ল্‌ম্যান। 'আপনাকে একটা জিনিস দিতাম। একটু আড়ালে আসবেন দয়া করে? মিসেস ইয়েব্রাইট এটা আপনাকে দিয়েছেন।' কাগজে মোড়া একশো স্বর্ণমুদ্রা টমাসিনের হাতে তুলে দিল ভেন।

'আসি, ম্যাম,' বলে, ঘুরে হাঁটা দিল তারপর।

ভেন টমাসিনকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে তো দিলই, ক্লাইমের ভাগটাও গছিয়ে দিল। মারাত্মক এক ভুল করল ও। এর অর্ধেক যে ক্লাইমের প্রাপ্য জানত না ভেন।

ওর এই ভুলের কারণে, অনেক দুর্ভোগ ও সমস্যা নেমে এল অন্যদের জীবনে।

তেরো

এগডন হীথের ওপর অকাতরে আলো বিলাচ্ছে জুলাই মাসের সূর্য। একমাত্র বছরের এ মরসুমটাতেই গ্রামটাকে সহ্য করতে পারে ইউস্টেশিয়া। বসন্তকালীন সবুজের সমারোহ পাল্টে, রঙ বেরঙের বিচিত্র উজ্জ্বলতা ধারণ করেছে প্রকৃতি।

ক্লাইম আর ইউস্টেশিয়া তাদের কটেজে সুখে বসবাস করছে। তিন হপ্তা পর থেকে, পড়ায় আবারও মন দিল ক্লাইম। প্রতি দিন প্রচুর সময় ব্যয় করছে সে একাজে।

ইউস্টেশিয়ার আগাগোড়া বিশ্বাস ছিল, ক্লাইমকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে প্যারিসে ফিরে যেতে রাজি করাতে পারবে। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি স্বামীর গভীর মনোযোগ দেখে সে প্রমাদ গুণল। যদিও প্রসঙ্গটা তুলল না ক্লাইমের সামনে।

বিয়ের ছ'হপ্তা পর এমন এক ঘটনা ঘটল, মুখে যার ফলে কথা ফুটল ইউস্টেশিয়ার।

চাচীর কাছ থেকে উপহার পাওয়ার দু'একদিন পর, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিল টমাসিন। কিন্তু কতগুলো স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছে সে কথা উল্লেখ করল না। উইলডেভকেও এব্যাপারে কিছু বলল না। আর ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল মিসেস ইয়েব্রাইটকে কিছু বলবে কি, ভয়েই বাঁচে না। উইলডেভও মুখ বন্ধ রাখল।

ওদিকে, মিসেস ইয়েব্রাইট ভেবে পাচ্ছেন না ছেলে চিঠি কিংবা ধন্যবাদ পাঠাচ্ছে না কেন।

এক সকালে, মিসেস ইয়েব্রাইট শুনলেন ইউস্টেশিয়া মিস্টোভারে দাদুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে। মিসেস ইয়েব্রাইট ওর সঙ্গে দেখা করে টাকাটার কথা জিজ্ঞেস করবেন ভাবলেন।

ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টলকে বললেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন। আর উপায় নেই দেখে সব এবার খুলে বলল লোকটা। জানাল উইলডেভ সমস্ত টাকা জিতে নিয়েছে ওর কাছ থেকে।

'কি! সব টাকা কি ও-ই রেখে দেবে নাকি?' রেগে অস্থির ভদ্রমহিলা।

'না রাখুক সেটাই চাই,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'কিন্তু ও বলল ক্লাইমের ভাগটা আপনার ইউস্টেশিয়াকে দেয়া উচিত ছিল। এমনও হতে পারে, মিস্টার উইলডেভ নিজে থেকেই অর্ধেক টাকা ইউস্টেশিয়াকে দিয়ে দিয়েছে।'

হয়তো তাই, ভাবলেন মিসেস ইয়েব্রাইট। উইলডেভ নিজের হাতে ইউস্টেশিয়াকে টাকাটা দিতে পারলে খুশি হবে। কিন্তু মেজাজ যারপর নাই তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে, ভদ্রমহিলা সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ইউস্টেশিয়ার কাছে যেতে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

দুটোর দিকে বাড়ি ছাড়লেন তিনি। জলাশয়টার পাশে দেখা পেলেন ছেলের বৌয়ের।

ইউস্টেশিয়া যেন চেনে না, এমনি চোখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল...' আরম্ভ করলেন মিসেস ইয়েব্রাইট।

'তাই নাকি! আমি তো ভেবেছিলাম এজন্যে আমার মুখ দেখবেন না আপনি।'

'আমি কাজে এসেছি,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস ইয়েব্রাইট। 'কিছু মনে কোরো না, টমাসিনের স্বামী কি তোমাকে কোন উপহার দিয়েছে–মানে বলতে চাইছি টাকা-পয়সা আর কি।'

'মিস্টার উইলডেভ আমাকে টাকা দেবে? না–কেন দেবে, আর দিলেই বা আমি নেব কেন? আপনি এসব কি বলছেন, ম্যাডাম?' রাগে দপ করে জ্বলে উঠল ইউস্টেশিয়া। 'আমার সম্পর্কে আপনার এত নীচু ধারণা? ছিহ্।'

'না, না, আমি আসলে জানতে চাইছিলাম ক্লাইম কেমন আছে,' কোনমতে বললেন মিসেস ইয়েব্রাইট।

'আপনার ধারণা আমি ওকে গিলে খেয়েছি?' কান্নায় বুজে আসছে মেয়েটির কণ্ঠ। 'জেনে রাখবেন ওকে বিয়ে করে ওর কোন ক্ষতি করিনি

BANGLAPDF.NET

আমি!'

'যাকগে, বিয়ে যখন হয়েই গেছে,' গলার সুর নরম করে বললেন মিসেস ইয়োব্রাইট, 'তোমাকে ছেলের বউ হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই আমার...'

'অথচ তারপরও আপনার ধারণা, আমি পরপুরুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা উপহার নিই?' গর্বিত কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'শুনে রাখুন, ক্লাইমকে বিয়ে করে নিজেকে ছোট করেছি আমি। ওকে ভালবাসি, কিন্তু তাই বলে এগডন হীথে বাস করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এখানে পচতে হবে জানলে, কে বিয়ে করতে যেত ওকে? তার ওপর আপনি এসেছেন খবরদারি করতে। বিয়ের আগে আমার বিরুদ্ধে ছেলেকে খেপিয়েও তুলতে চেয়েছিলেন!'

'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি,' বললেন মিসেস ইয়োব্রাইট। 'একমাত্র অবলম্বন ছেলেটাকে হারালাম বুড়ো বয়সে। এখন ছেলের বৌয়ের কাছে অপমানিত হচ্ছি!'

'আমাকে মেনে নিতেন যদি, ছেলে আপনারই থাকত,' কান্নার ফাঁকে বলল ইউস্টেশিয়া। 'কিন্তু এখন আর কোনদিন আপনার সাথে স্বাভাবিক হতে পারব না আমি।'

'সাবধান, ইউস্টেশিয়া,' শান্তসুরে বললেন মিসেস ইয়োব্রাইট। 'এত মেজাজ ভাল নয়। আমার ছেলে কিন্তু এসব সহ্য করবে না।'

মিসেস ইয়োব্রাইট ঘুরে হাঁটা দিলেন, ডোবার পাশে কান্নারত ইউস্টেশিয়াকে রেখে।

দ্রুত নিজেদের কটেজে ফিরে এল ইউস্টেশিয়া। লালচে মুখটা থেকে কান্নার দাগ তখনও মোছেনি।

'কি হয়েছে, ইউস্টেশিয়া?' ক্লাইম জানতে চাইল।

মাথা নত করে ধীর কণ্ঠে বলল ইউস্টেশিয়া, 'তোমার মার সাথে আজ দেখা হলো। আর কোনদিন তাঁর মুখ দেখব না আমি!'

'একি বলছ?'

'ঠিকই বলছি। কেন, জানতে চাও? আমার সম্পর্কে উনি যা তা কথা বলেছেন। মিস্টার উইলডেভের কাছ থেকে কেন টাকা নিতে যাব আমি? তোমার মা কি ভাবেন আমাকে?'

ক্লাইম কি বলবে ভেবে পেল না।

'ওহ্, ক্লাইম, আমি এখানে আর এক দণ্ড থাকতে পারছি না,' বলে চলেছে ইউস্টেশিয়া। 'আমাকে তুমি প্যারিসে নিয়ে চলো। তোমার আগের

চাকরিটা আবার শুরু করো। প্যারিসে আমি না খেয়েও থাকতে রাজি আছি। তবু এই নরক থেকে পালাতে চাই আমি।'

'কিন্তু আমি তো আর কখনোই প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি না!' হতচকিত ক্লাইম বলল।

'বড় কষ্ট পেলাম, ক্লাইম,' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

পরদিন, হুট করে টমাসিন এসে হাজির। ক্লাইমকে তার পাওনা-টাকাটা বুঝিয়ে দিল সে। ইতোমধ্যে মেয়েটি জেনে গেছে টাকাটা কার। তখন বাসায় ছিল না ইউস্টেশিয়া। ক্লাইম বোনকে জানাল, মা কিভাবে গায়ে পড়ে ঝগড়া করেছেন পুত্রবধূর সঙ্গে।

'যেতে দাও, ক্লাইম, দেখবে একটা সময় সব ঠিক হয়ে গেছে,' সান্ত্বনা দিল টমাসিন।

মাথা নাড়ল ক্লাইম। 'অত সহজ হবে না ব্যাপারটা।'

'যাক, অন্তত টাকাটা তো খোয়া যায়নি,' বলল টমাসিন।

'এরচেয়ে বরং টাকাটা দু'বার খোয়া গেলেও ভাল হত,' বিষণ্ণকণ্ঠে বলল ক্লাইম।

চোদ্দ

এতসব ঝামেলা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ক্লাইম। স্কুল বসানোর পরিকল্পনা থেকে সরেনি সে। সারা দিন তো পড়েই, অনেক রাত অবধি পড়াশোনা চালিয়ে যায় ও।

এক সকালে, চোখে অদ্ভুত এক যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভাঙল ওর। গতকাল, অন্যান্য দিনের চাইতে গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। সকালে উঠে আবিষ্কার করল আলো সইতে পারছে না ওর চোখ। চোখে পট্টি বেঁধে রাখল সারাদিন।

ইউস্টেশিয়া সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে। অ্যাঙ্গলসবারি থেকে ডাক্তার আনাল। ডাক্তার জানাল, ক্লাইমের চোখে মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়েছে। ওর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এরপর থেকে অন্ধকার এক কামরায় থাকতে বাধ্য হলো ক্লাইম, ছায়াময় প্রদীপের আলোয় ওকে বই-পত্র পড়ে শোনায় ইউস্টেশিয়া।

ক'দিন পরে, ডাক্তার এল আবার। ক্লাইমকে উপদেশ দিল, চোখ ঢেকে

একটা মাস ঘরের ভেতর বসে থাকতে। পড়াশোনা আপাতত বন্ধ।

দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে ইউস্টেশিয়ার। ওর প্যারিস আরও দূরে সরে গেল। বাগানে একাকী প্রায়ই কান্নাকাটি করে ও।

ক্লাইম প্রথমটায় ভাবল মাকে খবর দেবে। তারপর চিন্তা করল তাঁকে উদ্বিগ্ন করে লাভ নেই। ডাক্তার আবার যখন এল, ক্লাইমকে বলে গেল তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু চোখ বেজায় দুর্বল হয়ে গেছে। বহুদিন পড়াশোনা করা চলবে না। ক্লাইম আশায় বুক বাঁধল, এগভন হীথে একদিন ছোট্ট একটা স্কুল খুলবে।

চোখ কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলেও, হাঁটাহাঁটি করতে পারছে এখন ক্লাইম। একদিন বিকেল বেলা, হীথে হেঁটে বেড়াচ্ছে ধীর পায়ে, এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফার্য (এক ধরনের গুল্ম) কাটছে সে। লোকটার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্লাইম।

'আমার মত একটা কাজ থাকলে,' বলল লোকটা, 'প্রতিদিন অল্প অল্প করে করতে পারতে। এতে খাওয়া-পরা চলে যায়।'

'তা পারতাম বৈকি,' চিন্তিত সুরে বলল ক্লাইম।

বাড়ি ফিরে সে স্ত্রীকে বলল, 'আজ মনটা ভাল লাগছে। চোখ না সারা পর্যন্ত একটা কাজ পেয়ে গেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ফার্য কাটতে পারি আমি। বাইরে কাজ করলে আমার উপকার হবে। ঘরে দুটো পয়সাও আসবে।'

ইউস্টেশিয়ার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে দেখতে পেল না ক্লাইম। স্বামী এত ছোট কাজ করবে শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে সে।

পরদিন, একটা কাটিং হুক ও মোটা কাপড়-চোপড় ধার করল ক্লাইম। সেই পরিচিত ফার্য কাটারের সঙ্গে লেগে গেল কাজে।

দিনের পর দিন, ভোর নাগাদ বিছানা ছেড়ে, মধ্যদুপুর পর্যন্ত কাজ করে চলল ক্লাইম। তারপর দু'এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে, আবার রাত ন'টা পর্যন্ত টানা কাজ করে ও।

প্যারিস ফেরত যুবকটি এখন যেন সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। মজুরের পোশাক আর কালো চশমা পরে থাকে ও। মা আর ইউস্টেশিয়ার কথা ভেবে প্রায়ই মনমরা হয়ে পড়ে বেচারা। কিন্তু কাজ যখন করে, মন ভরে থাকে ফুর্তিতে আর শান্তিতে।

কাজ করতে এসে, ক্লাইম যেন হীথেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। এখন কেবল পাখি, কীট-পতঙ্গ, ফুল, অর্থাৎ প্রকৃতি ওর নজর কাড়ে। মৃতপ্রায় ফার্যের সঙ্গে ওর বাদামী পোশাকের অদ্ভুত সাদৃশ্য।

বেজায় গরম পড়ল এক বিকেলে, হীথে হাঁটতে বেরিয়ে স্বামীকে কাজ করতে দেখতে পেল ইউস্টেশিয়া। ক্লাইমের কণ্ঠে এক ফুর্তি জাগানিয়া ফরাসি গান শুনে তাজ্জব বনে গেল ও।

পরিষ্কার হয়ে গেল ইউস্টেশিয়ার কাছে, নিজের ব্যর্থতা নিয়ে মোটেও ভাবিত নয় ক্লাইম। বাসায় ফিরে এল ও, একা একা খুব কাঁদল।

ক'দিন বাদে, আগস্টের শেষাশেষি, স্বামী-স্ত্রী একটু সকাল সকাল ডিনার করতে বসল। খোশমেজাজে আছে ক্লাইম, অবশ্য স্ত্রীর গোমড়া ভাব অনুভব করতে পারছে।

'অমন মন খারাপ করে আছ কেন, লক্ষ্মীটি,' বলল ক্লাইম। 'আমার চোখ দেখবে আবার আগের মত হয়ে যাবে। তার আগ পর্যন্ত, আমার কাজ করে যাওয়া উচিত। বাসায় খামোকা বসে থেকে কি করব, বলো।'

'কিন্তু তাই বলে আমার স্বামী এত ছোট কাজ করবে! যে মানুষ বিদেশে থেকেছে, ফরাসী-জার্মান ভাষা জানে!

'কত আর মন খারাপ করে থাকা যায়, ক্লাইম,' বলে চলেছে ইউস্টেশিয়া, 'বিকেলে তাই ফুর্তি করছি আমি। পুব এগভনে গ্রামের লোকজন একটা আউটডোর পার্টির ব্যবস্থা করেছে। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'নাচতে?'

'নিশ্চয়ই, তুমি যদি গান গাইতে পারো তবে আমি নাচলে দোষ কোথায়? কেন, একা যাচ্ছি বলে হিংসে হচ্ছে বুঝি?'

'তা হয়তো হচ্ছে কিছুটা। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি, খুশি দেখতে চাই। তুমি নিশ্চিন্তে যাও, আমি আমার কাজে যাব।'

স্বামী চলে গেলে, আপনমনে বলল ইউস্টেশিয়া, দুটো জীবন নষ্ট হলো–ওর আর আমার। একি সহ্য করা যায়?

এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আত্মগতভাবে বলল, 'আমার সুখ আমার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। কাউকে বুঝতে দেব না আমার মনের অবস্থা। আজকের পার্টি থেকেই না হয় শুরু হোক নতুন জীবন!'

সুন্দর করে সেজেগুজে পাঁচটার দিকে কটেজ ছাড়ল ও। একটু পরেই, পনেরো-বিশজোড়া নারী-পুরুষকে নাচতে দেখল।

কিন্তু চেনা কাউকে চোখে পড়ল না ওর। সবাই অচেনা, তাই হাঁটা থামাবে না ঠিক করল।

কাছের এক কটেজে চা পান করে, নাচের আসরে যখন ফিরল, তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু গোল চাঁদটা আজ অকৃপণ ভাবে আলো বিলাচ্ছে।

নাচিয়েদের ঘিরে একদল লোক দাঁড়িয়ে। ইউস্টেশিয়াও গিয়ে ভিড়ল ওখানে। নাচতে বড্ড ভালবাসে ও। আহা, এই সুখী যুগলদের সঙ্গে যদি

জুটে পড়তে পারত!

ইউস্টেশিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে যেন মৃদু সুরে ওর নাম ধরে ডাকল। ঝট করে ঘুরতে দেখে উইলডেভ পেছনে দাঁড়ানো। টমাসিনকে যুবকটি বিয়ে করার পর, এই প্রথম দেখা হলো প্রাক্তন কপোত-কপোতীর।

'এখনও কি আগের মত নাচতে ভালবাস? নাচবে আমার সাথে?' প্রশ্ন করল উইলডেভ।

'নাচতে পারলে তো ভালই হত, কিন্তু কেমন দেখায় না?'

'কেন? আমরা তো এখন আত্মীয়। তাছাড়া, কে জানবে তুমি এখানে এসেছ?'

নাচিয়েদের কাছে নিয়ে গেল ওকে উইলডেভ। নাচ শুরু করতে, নতুন উদ্দীপনা অনুভব করল অন্তরে ইউস্টেশিয়া। উইলডেভের বাহুতে বারবার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে ওর দেহ, খুশি ধরছে না মনে।

উইলডেভের কত কাছে এখন সে! ওর সঙ্গে একটা সময় কত দুর্ব্যবহারই না করেছে ইউস্টেশিয়া, অথচ এখন দু'জনে নাচছে একসঙ্গে।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ইউস্টেশিয়ার কথা ভাবতে শুরু করে উইলডেভ। নিষিদ্ধ যে কোন কিছুর প্রতি ওর আকর্ষণ চিরকালই দুর্নিবার।

নাচের পালা ফুরাল। দু'জনে ওরা এক নির্জন জায়গায় চলে এল। ইউস্টেশিয়া বসে পড়ল এখানে।

'তোমার স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনেছি,' শান্ত সুরে বলল উইলডেভ। 'তোমার কপালটাই খারাপ।'

'আমি এখন এক ফার্য-কাটারের স্ত্রী।' তেতো শোনাল ইউস্টেশিয়ার কথাগুলো।

'কিন্তু আমার কাছে আগের সেই ইউস্টেশিয়াই আছ। তুমি কটেজে থাকো শুনে কী যে অবাক হয়েছিলাম! ভেবেছিলাম বিয়ের পর প্যারিসে চলে যাবে।'

মুখে কিছু বলল না মেয়েটি, কেঁদে ফেলেছে প্রায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কিছু দূর পর্যন্ত ওর সঙ্গে গেল উইলডেভ। শেষ পথটুকু একাকী হাঁটল ইউস্টেশিয়া। শীঘ্রই দেখতে পেল স্বামীকে, ওর দিকে এগিয়ে আসছে ক্লাইম। একসঙ্গে বাসায় ফিরল ওরা। উইলডেভের সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হয়েছে ঘুণাক্ষরেও জানল না ক্লাইম।

BRCADNET

পনেরো

মার কথা ইদানীং খুব বেশিরকম মনে পড়ে ক্লাইমের। শীঘ্রি একদিন দেখা করতে যাবে ভেবে রেখেছে। ইউস্টেশিয়া ব্লুমস এন্ডে যেতে নারাজ। কিন্তু মিসেস ইয়েব্রাইট তার বাসায় এলে আপত্তি নেই।

মিসেস ইয়েব্রাইট বড় মানসিক কষ্টে আছেন। একমাত্র ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে মন আকুলি বিকুলি করে মার। ছেলের সংসার দেখতে যাবেন ঠিক করলেন।

উত্তপ্ত আগস্টের শেষদিন আজ। এগারোটার দিকে বাড়ি ত্যাগ করলেন ভদ্রমহিলা। কাঠফাটা রোদ্দুর।

তিন মাইল পথ পাড়ি দিয়ে, ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। লোকের কাছে কটেজটার অবস্থান জেনে নিতে হলো তাঁকে।

'ওই ফার্য-কাটারটাকে দেখছেন না, ম্যাম?' বলল লোকটা। 'ওর পিছে পিছে চলে যান।'

ফার্য-কাটারের পিছু নিলেন ভদ্রমহিলা। লোকটা সিধে হেঁটে চলেছে, একবারও ঘাড় ফেরাল না। লোকটা যেন হীথেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, খুশিয়াল মনে তাকে হেঁটে যেতে দেখে তাই মনে হলো মিসেস ইয়েব্রাইটের। ভদ্রমহিলা হঠাৎ একসময় উপলব্ধি করলেন, এই ফার্য-কাটার তাঁরই পেটের সন্তান। ছেলে সারাদিন রোদে পুড়ে একাজ করে জানা ছিল না তাঁর। মনে বড় আঘাত পেলেন তিনি।

ক্লাইম ইতোমধ্যে বাড়িতে ঢুকে দরজা দিয়েছে। এদিকে, গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত মিসেস ইয়েব্রাইটের। ছোট্ট এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে পড়লেন তিনি, কটেজটা দেখা যায় এখান থেকে। ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন, দেখতে পেলেন কে একজন পুরুষ মানুষ কটেজের গেটের উদ্দেশে হেঁটে গেল। মুহূর্ত খানেক অপেক্ষার পর, বাগান পেরিয়ে কটেজের দরজায় টোকা দিল লোকটা। মিসেস ইয়েব্রাইট এতটাই দূরে রয়েছেন, বুঝতে পারলেন না এ লোক আর কেউ নয়, স্বয়ং উইলডেভ।

টোকার শব্দ শুনে, দরজা খুলে দিল ইউস্টেশিয়া।

'তুমি ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছলে কিনা দেখতে এলাম,' অনুচ্চকণ্ঠে বলল উইলডেভ।

'অত আস্তে কথা বলতে হবে না,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'কেউ শুনতে পাবে না।'

'ক্লাইম বাড়ি নেই?'

'আছে। এসো, নিজের চোখেই দেখো।' মৃদু হাসল ইউস্টেশিয়া। সদর দরজা লাগিয়ে দিয়ে উইলডেভকে নিয়ে চলে এল লিভিংরুমে।

মেঝেয় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ক্লাইম।

'ও ভীষণ ক্লান্ত, দুনিয়াদারির খবর নেই,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'ভোর সাড়ে চারটায় গিয়ে কাজে লেগেছে। সদর দরজা বন্ধ করে রাখি, কেউ যাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।'

পুরুষ দু'জনের মধ্যেকার পার্থক্য–ক্লাইমের ও উইলডেভের–এ মুহূর্তে পরিষ্কার ইউস্টেশিয়ার কাছে। মজুরের পোশাক ক্লাইমের পরনে; মুখ-হাত বাদামী আর রুক্ষ। উইলডেভের গায়ে নয়া এক সামার স্যুট আর হালকা হ্যাট।

'কপাল আমার সাথে চিরদিনই বেঈমানী করল,' তিক্তস্বরে বলল ইউস্টেশিয়া।

'ওর সাথেও। কিন্তু ওর কপালে জুটেছে অসাধারণ এক উপহার–তুমি।' গদগদ কণ্ঠে বলল উইলডেভ।

'যাহ্,' বলে, লজ্জায় লালচে মুখটা লুকোতে ঘুরে দাঁড়াল ইউস্টেশিয়া।

'তুমি আমার, ইউস্টেশিয়া,' বলে চলল উইলডেভ। 'তোমাকে হারাব কস্মিনকালেও ভাবিনি।'

'কেন, টমাসিনকে বেছে নাওনি তুমি?' ত্বরিৎ বলল ইউস্টেশিয়া। 'আমাকে কষ্ট দাওনি?'

'টমাসিনকে বিয়ে করতাম না আমি,' বলল উইলডেভ। 'ওকে নাচাচ্ছিলাম। ক্লাইম ভাগ্যবান লোক, প্রেমিকাকে তার হারাতে হয়নি।'

'ক্লাইম ভাল মানুষ,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'ওকে স্বামী হিসেবে পেলে অনেক মেয়ে বর্তে যাবে। কিন্তু আমি চাই বাঁচার মত বাঁচতে, জীবনকে উপভোগ করতে–কবিতায়, গানে ভরিয়ে তুলতে চাই জীবনটাকে। ভেবেছিলাম আমার ক্লাইমের কাছে এগুলো পাব। সে যাই হোক একটা ব্যাপারে ভুল নেই–ওকে ভালবেসেছি বলেই বিয়ে করেছি আমি।'

বেজার মুখে ইউস্টেশিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে উইলডেভ।

'জীবন এখন আমার কাছে অর্থহীন,' বলল লোকটা। 'একজনকে যাও বা চেয়েছিলাম তাও হারিয়েছি। আবার যে ফিরে পাব সে আশাও আর

নেই।'

ক্ষণিকের জন্যে নিশ্চুপ রইল ইউস্টেশিয়া।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাকে এখনও ভালবাস, ডেমন,' বলল ও। 'তোমার কথা আমার শোনা উচিত নয়, কিন্তু না শুনেও পারছি না।'

ঠিক সে মুহূর্তে, টোকা পড়ল সদর দরজায়। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল ইউস্টেশিয়া। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা।

'কে এল?' চট করে প্রশ্ন করল উইলডেভ। 'চলে যাব আমি?'

'মিসেস ইয়েব্রাইট। ওহ্, এটা ওঁর আসার সময় হলো? এমনিতেই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখেন উনি।'

'আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।' জলদি সরে গেল উইলডেভ। ওকে অনুগমন করল ইউস্টেশিয়া।

'না,' বলল ও। 'উনি ভেতরে এলে তোমাকে দেখে ফেলবেন। এখন দরজা খুলি কিভাবে? উনি ছেলের কাছে এসেছেন, আমার কাছে নয়।'

মিসেস ইয়েব্রাইট টোকা দিলেন আবার, জোরাল হলো শব্দটা।

'যা শব্দ করছেন ক্লাইম উঠে পড়বে, মাকে ও-ই দরজা খুলে দেবে,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'ওই যে! ও উঠে পড়ছে। এদিক দিয়ে এসো, ডেমন। পেছনের দরজা দিয়ে চলে যাও। ওঁর চোখে কোনমতেই ধরা পড়া চলবে না। ভদ্রমহিলা এখনই যা ঘৃণা করেন আমাকে!'

দ্বিরুক্তি করল না উইলডেভ।

'আর হ্যাঁ, উইলডেভ,' আরও বলল ইউস্টেশিয়া, 'এখানে এটাই তোমার প্রথম এবং শেষ আসা। বিদায়।'

'বিদায়,' বলল উইলডেভ। 'আমার আসা সার্থক হয়েছে–তোমাকে এক নজর দেখতে তো পেয়েছি।'

হীথের ওপর দিয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত উইলডেভকে একদৃষ্টে লক্ষ করল ইউস্টেশিয়া। শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করার তাড়া নেই ওর। মায়ে-ছেলেতে কিছুক্ষণ একান্তে সময় কাটাক না, তারপর না হয় দেখা দেবে ও।

ওদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে কান পাতল ইউস্টেশিয়া, কিন্তু এ কি, চারদিকে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ওঘরে যখন গেল মেয়েটি, ক্লাইম তখনও ঘুমিয়ে কাদা।

ত্রস্ত পায়ে দরজার কাছে চলে এল ও, দরজা খুলে বাইরে চাইল। কোথাও কেউ নেই। সামনে ফাঁকা পথ আর বাগানের খোলা গেট।

সূর্যকিরণ চমকাচ্ছে হীথের ওপর। চলে গেছেন মিসেস ইয়েব্রাইট!

ষোলো

ইউস্টেশিয়া যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি ব্যথিত। ক্লাইমের পাশে বই হাতে বসে রয়েছে, কিন্তু মন দিতে পারছে না পড়ায়।

আড়াইটা নাগাদ, সজাগ হলো ক্লাইম। 'কি ঘুমটাই না ঘুমালাম!' বলল। 'জানো, অদ্ভুত এক স্বপ্নও দেখেছি। দেখলাম তোমাকে মার ওখানে নিয়ে গেছি, অথচ ভেতরে ঢুকতে পারছি না। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি আমার মা সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে।'

ক্লাইম সিধে উঠে দাঁড়িয়ে জানালা পথে বাইরে চাইল।

'এতদিন চলে গেল, অথচ মা একবারও এল না! এমন তো হবার কথা নয়।'

ইউস্টেশিয়া নীরব, কিন্তু কাজল কালো চোখ দুটো তার ভীতিমাখা।

'ব্লুমস এন্ডে একবার যাওয়া দরকার,' বলছে ক্লাইম। 'দেখি, আজ সন্ধেতেই যাব। একা গেলেই মনে হয় ভাল হয়।'

'আজ না গেলে হয় না?' ধীরে ধীরে বলল ইউস্টেশিয়া। 'আমার নামে হয়তো খারাপ কিছু কানে আসতে পারে। আজ যেয়ো না, প্লীজ, ক্লাইম।'

'মা তোমার নামে কিছু বলতে যাবে কেন?' ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করল ক্লাইম।

'তাহলে আমাকে কাল সকালে একটাবার একা যেতে দাও,' অনুনয় করে বলল ইউস্টেশিয়া। 'তুমি না হয় পরে এসো। আর নয়তো তোমার সাথে আজ আমাকেও নাও।'

'না, আজ নয়, ইউস্টেশিয়া। রাতের বেলা এত দূরের পথ যাওয়া তোমার ঠিক হবে না।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল ইউস্টেশিয়ার।

'বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে,' বলল ও, এবং বাকি বিকেলটা নীরবে মন ভার করে বসে রইল।

পুরোটা বিকেল বাগানে কাজ করল ক্লাইম। সন্ধের দিকে, গরম খানিকটা কমে এলে, ব্লুমস এন্ডের উদ্দেশে রওনা হলো।

হীথে অটুট নিস্তব্ধতা। চারদিক এত সুনসান, শান্তিপূর্ণ; ক্লাইমের মন বলছে মা খুশি হবে ওকে দেখলে। মাইল তিনেক হাঁটার পর, থেমে দাঁড়াল

ও, সাঁঝের সুঘ্রাণ বুক ভরে নেয়ার জন্যে।

ওদিকে, ইউস্টেশিয়ার মন আরও থমথমে হয়ে উঠছে। কেন যে তখন দরজাটা খুলল না, হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে ওর। ও নিশ্চিত ছিল, ঘুম ভেঙে উঠে ক্লাইম খুলে দেবে দরজা। কিন্তু এখন সমস্ত দোষ ওর ওপর চাপাবে ক্লাইম, ওকে দায়ী করবে।

সারাদিনের অসহ্য গরমের পর ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। ইউস্টেশিয়া সিদ্ধান্ত নিল ব্লুমস এন্ডের দিকে হাঁটা দেবে সে, ক্লাইমের ফেরার পথে তার সঙ্গে যেন আসতে পারে।

বাগানের গেট দিয়ে যেই বেরোতে যাবে, দাদুর ছোট্ট ক্যারিজটা এসে থামল।

'পুব এগডনে যাচ্ছি,' হাঁক ছাড়লেন ক্যাপ্টেন ভাই। 'মিস্টার উইলডেভের সুখবরটা শুনেছিস?'

'না। কিসের সুখবর?' ইউস্টেশিয়া চমকিত।

'চাচা ওর নামে এগারো হাজার পাউন্ড রেখে মারা গেছেন। আজ সকালে জেনেছে। কপাল বটে ছোকরার! কী ভুলটাই না করলি, ইউস্টেশিয়া! ভুল লোককে বিয়ে করলি।'

পেছন ফিরে দাঁড়াল মেয়েটি, কোন জবাব দিল না।

'তোর দুঃস্থ, অন্ধ স্বামীটি কেমন আছে?' ক্যাপ্টেন ভাই বলছেন, 'টাকা-পয়সার দরকার হলে বলিস, আমি তো আছিই।'

'লাগবে না, দাদু, যথেষ্ট আছে আমাদের।' আত্মসম্মানে ঘা লাগল ইউস্টেশিয়ার।

'তবে তো ভালই। যাই রে।' চলে গেলেন ভদ্রলোক।

হাঁটতে শুরু করল ইউস্টেশিয়া, উইলডেভ আর তার সৌভাগ্যের কথা ভাবছে। উইলডেভ চাইলেই ওকে বলতে পারত, কিন্তু বলেনি। সেজন্যে কৃতজ্ঞবোধ করছে ইউস্টেশিয়া। ওকে বিয়ে করেনি বলে মুখের ওপর হাসেনি উইলডেভ। কেবল বলেছে এখনও ওকে ভালবাসে। আর সেই মানুষটিকে কিনা ও দূরে ঠেলে দিল!

পরিষ্কার মাথায় ভাবার জন্যে বসে পড়ল ইউস্টেশিয়া। একটা শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে উইলডেভ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে।

'কোথায় যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল মেয়েটিকে।

'ও ফিরবে ব্লুমস এন্ড থেকে, ওর সঙ্গে বাড়ি আসব। আজ বিকেলে যা ঘটল, ভয় হচ্ছে কী না জানি বিপদে পড়ি,' জবাব দিল ইউস্টেশিয়া। 'ও হ্যাঁ, তোমাকে অভিনন্দন,' শেষে বলল।

'টাকার জন্যে?' দায়সারা কণ্ঠে বলল উইলডেভ। 'ওটার বদলে

তোমাকে যদি পেতাম! কিন্তু সে তো সম্ভব নয়, তাই চলে যাচ্ছি আমি। ভাবছি প্যারিসে যাব।'

'প্যারিস,' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ইউস্টেশিয়া। 'তুমি প্যারিসে যাবে, আর আমি পড়ে থাকব এখানে!'

নীরবে হাঁটছে দু'জনে। দু'তিন মাইল পাড়ি দেয়ার পর, ব্লুমস এন্ড দেখা যায় যে পাহাড়টা থেকে তার কাছাকাছি এসে পৌছল ওরা।

'তুমি এখন যাও,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'লোকে দেখলে খারাপ বলবে।'

'বেশ,' বলল উইলডেভ, ইউস্টেশিয়ার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেল।

ইউস্টেশিয়া পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল, 'ওপরে ওই কুঁড়েটায় কে যেন থাকে। কে, জানো? আমার সাথে ও পর্যন্ত একটু যাবে?'

খোলা কুঁড়েটার কাছাকাছি পৌছতে, লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল।

কুঁড়ের এক কিনারে শুয়ে রয়েছেন এক মহিলা। মিসেস ইয়েব্রাইট। পুব এগডনের সেই ডাক্তার তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, আশপাশে ক্লাইম ও জনা কয় লোককে দেখা গেল।

'আরে, ক্লাইম আর ওর মা না?' মৃদু কণ্ঠে আওড়াল ইউস্টেশিয়া, ছায়ায় সরে এসে দাঁড়াল। 'এর মানেটা কি? উনি কি অসুস্থ? কি করছেন এখানে ক্লাইমের মা?'

উইলডেভ ঘুরে গোপনে কুঁড়ের পেছনদিকে চলে গেল। অনুসরণ করল ওকে ইউস্টেশিয়া। বাইরে থেকে আড়ি পেতে, ভেতরের সমস্ত কথা-বার্তা শুনতে পেল ওরা।

'মা কোথায় যাচ্ছিল বুঝতে পারছি না,' বলছে ক্লাইম। 'লম্বা রাস্তা হেঁটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছুতেই বলল না কোথায় গেছিল। মা কি খুবই অসুস্থ, ডাক্তার?'

'গরমে হাঁটতে হাঁটতে দম ফুরিয়ে গেছিল তাঁর,' ডাক্তার জবাব দিল। 'কোথাও নিশ্চয়ই জিরানোর জন্যে বসেছিলেন। তখনই সাপে কামড়ে দেয়। এতে আরও কাহিল হয়ে পড়েন উনি। কিন্তু এত গরমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করাটাই অসুস্থতার মূল কারণ।'

এক নারী কণ্ঠ শোনা গেল এসময়। তারপর কুঁড়ের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ।

'টমাসিন,' ফিসফিস করে ইউস্টেশিয়াকে বলল উইলডেভ। 'ওকে ডেকে এনেছে, মিসেস ইয়েব্রাইট সম্ভবত গুরুতর অসুস্থ।'

রোগিণীর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া এমুহূর্তে আর কোন শব্দ নেই। হঠাৎ মরণ-শ্বাসের জোর এক শব্দের পর নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে।

ডাক্তার বলল এবার ক্লাইমকে, 'সব শেষ। আপনার মা মারা গেছেন। হার্ট দুর্বল ছিল তাঁর, অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি কাল হয়েছে।'

টমাসিনের কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর এক বাচ্চা ছেলের গলা। জনি নানসাচ।

'আপনি ওঁর ছেলে, স্যার?' বলল ও। 'ওঁকে আমি আজ বিকেলে দেখেছি। বলছিলেন, ছেলে নাকি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কথাটা আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

একথায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল ক্লাইম।

'ছেলে তাড়িয়ে দিয়েছে! মা একথা কেন বলল, জনি?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমার মাকে কোথায় দেখেছিলে তুমি? সে কি আমার বাসার দিকে যাচ্ছিল?'

'না, ফেরত আসছিলেন,' বলল ছেলেটি।

'ফেরত আসছিল? না, না, এ হতে পারে না। আজ মা আমার ওখানে যায়নি।'

'কিন্তু আমি ওঁকে দেখেছি,' বলল জনি। 'একটা টিলার ওপর বসে ছিলেন। এক লোককে আপনার বাসায় ঢুকতে দেখেন উনি–আপনাকে না, অন্য কাকে যেন। আপনি তার আগেই বাসায় ঢুকে পড়েছিলেন।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'উনি আপনার ঘরের দরজায় টোকা দেন। কালো চুলের এক মহিলা জানালা দিয়ে উঁকি দেন, কিন্তু দরজা খোলেননি।'

'তখন,' বলল ক্লাইম, 'মা কি করল?'

'উনি তাড়াহুড়ো করে ফিরতি পথ ধরেন। ওঁর পিছু নিই আমি। অদ্ভুত শব্দ করে দম নিচ্ছিলেন তিনি আর মুখখানা সাদা হয়ে গেছিল।'

'তুমি সাহায্য করার চেষ্টা করোনি?' ক্লাইমের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, পুকুর থেকে পানি এনে দিই। উনি বলেন ছেলে নাকি দূর করে দিয়েছে ওঁকে। তারপর আবার বাড়ির পথ ধরেন।'

'ছেলে দূর করে দিয়েছে,' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল ক্লাইম। 'না, মা, কথাটা সত্যি নয়। তোমার ছেলে তোমাকে তাড়ায়নি, তাড়িয়েছে ছেলের...'

মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিয়ে শান্ত কণ্ঠে যোগ করল ক্লাইম, 'খুনী মেয়েমানুষটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ো, 'খোদা!'

BANGLADE.NET

সতেরো

কাক ভোরে ক্লাইম ইয়েব্রাইট বাসায় পৌঁছল। সোজা ইউস্টেশিয়ার শোবার ঘরে গেল ও। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ইউস্টেশিয়া। পেছন থেকে এগিয়ে আসা স্বামীর মুখখানা লক্ষ করল। ফ্যাকাসে ও ভয়ঙ্কর।

'আমি কি বলব জানো তুমি,' ক্লাইম সংযত রাখল কণ্ঠস্বর।

ইউস্টেশিয়া চোখ তুলে স্বামীর দিকে চাইলেও, মুখে কিছু বলল না।

'তুমি দরজা খোলোনি। আমার মাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে। পরপুরুষ নিয়ে ঘরে বসে ছিলে তুমি। মাকে মরণের পথে তুমিই ঠেলে দিয়েছ। বলো, এ সব সত্যি নয়?' কঠোর শোনাল ক্লাইমের কণ্ঠ।

'সত্যি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয়, ক্লাইম।' আহত কণ্ঠে বলল ইউস্টেশিয়া।

'মিথ্যে হয় কিভাবে? মাকে ঘরে ঢুকতে দাওনি তুমি। মা আমার দয়া করে এসেছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ছেলের বাসায় তার ঢোকা হলো না। এ জন্যে কি তোমার এতটুকু অনুশোচনা নেই?'

'আমি ব্যাখ্যা দিতে পারি,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'ওটা একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ছিল, কিন্তু জানি তুমি আমার কথা শুনবে না।'

'মিথ্যে কথা কেন শুনতে যাব আমি?'

'মিথ্যে কথা নয়, ক্লাইম। দরজা না খোলার কারণ, আমি ভেবেছিলাম তুমি জেগে আছ। মনে করেছিলাম তুমি উঠে খুলে দেবে। তোমরা মা-বেটায় নিজেরা নিজেরা আলোচনা করো আমি তাই চেয়েছিলাম। যখন দেখলাম তুমি দরজা খোলোনি, ঘুমিয়ে রয়েছ, তখন দেরি হয়ে গেছে। উনি চলে গেছেন!'

'হ্যাঁ, মা মরতে গেছে, আর তুমি তখন পরপুরুষের সাথে প্রেম করছ। কে সে? উইলডেভ নিশ্চয়ই? বেচারী টমাসিন! ওহ্, কেমন মেয়েকে যে বিয়ে করেছি আমি!'

ইউস্টেশিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে লুটিয়ে পড়ল স্বামীর পায়ের ওপর।

'ওগো বিশ্বাস করো, আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত,' কাঁদতে কাঁদতে বলল। 'এই পচা জায়গায় আসার আগে পর্যন্ত খুশি ছিলাম আমি। তোমাকে

আমি ঠকিয়ে থাকলে, তুমিও আমাকে ঠকিয়েছ। ভুলেও কোনদিন ভাবিনি ফার্য-কাটারের বউ হব আমি। ভেবেছিলাম স্বামীর সাথে প্যারিসে চলে যাব। ওখানে সুখে সংসার করব!'

টুঁ শব্দটি না করে নিচে চলে গেল ক্লাইম। আজ রাতের ভয়ঙ্কর সব ঘটনাগুলো পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে ওকে। টেবিলে মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

এর তিন হপ্তা মত পরে, ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল ক্লাইম। জ্বরের ঘোরে, ইউস্টেশিয়াকে বিয়ে করার জন্যে বার বার দুষল নিজেকে। মার মৃত্যুর জন্যেও দায়ী করল নিজেকে। মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি সে দোষও নিজের ঘাড়ে নিল। স্ত্রীর প্রতি অন্ধ ভালবাসার কারণে মার কাছ থেকে দূরে থেকেছে সে। তার ওপর ছিল অতিরিক্ত আত্মসম্মান বোধ। এজন্যে এখন অনুতাপের শেষ নেই ওর।

অসুস্থতার পুরোটা সময়ই স্বামীর কাছে কাছে থাকল ইউস্টেশিয়া। ক্লাইম এতটাই অসুস্থ, চিনতেই পারল না ওকে। কিন্তু খানিকটা সুস্থ যখন হলো, তখনও স্ত্রীর প্রতি বিরাগে আচ্ছন্ন ওর অন্তর। ইউস্টেশিয়া বুঝতে পারল, এক ছাদের নিচে বসবাস করা আর সম্ভব নয়। দাদুর কাছে চলে যাবে স্বামীকে বলল সে।

'সত্যিই চলে যাচ্ছ?' ইউস্টেশিয়া ঘর ছাড়তে যাবে এসময় শুধাল ক্লাইম।

'হ্যাঁ।'

'বেশ, যাও। কিন্তু তার আগে তোমার প্রেমিকের নামটা অন্তত বলে যাও। নামটা জানলে হয়তো মাফ করে দিতে পারতাম!'

নীরবে বাড়ি ছাড়ল ইউস্টেশিয়া।

ও চলে যাওয়ার একটু পরেই, গ্রামের এক লোক টোকা দিল দরজায়।

'কে?' সাড়া দিল ক্লাইম। 'কি ব্যাপার?'

'মিসেস উইলডেভের মেয়ে হয়েছে, খবরটা দিতে এলাম, স্যার। বাচ্চার নাম রাখা হয়েছে ইউস্টেশিয়া ক্লেমেন্টাইন।'

কী নিষ্ঠুর রসিকতা, একা হলে পর আত্মগতভাবে বলল ক্লাইম। বাচ্চাটার নাম মানুষকে সর্বক্ষণ আমার অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা মনে করিয়ে দেবে।

আঠারো

ইউস্টেশিয়া মিস্টোভার ন্যাপে ফিরে এলে দাদু ওকে একটি প্রশ্নও করলেন না। পুরানো কামরাটা ওর গোছগাছ করে রাখা ছিল। বিয়ের আগেকার দিনগুলোর মত ওখানে থাকতে লাগল ইউস্টেশিয়া।

প্রথম দিকে, বাড়ির বাইরে পা রাখত না ও। হাঁটাহাঁটি করার মত শক্তি ছিল না গায়ে, আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও ছিল না। চার্লি, এখন যে ক্যাপ্টেন ভাই-র কাজের লোক, দেখাশোনা করে ইউস্টেশিয়ার। চার্লির চোখে, ইউস্টেশিয়া নৈতিকতার প্রশ্নে নিখুঁত। ওর নামে যে সব রটনা চালু রয়েছে কানেই তোলে না সেগুলো চার্লি।

ক'হপ্তা পর ক্লাইম বসবাসের জন্যে ফিরে গেল ব্লুমস এভের বাড়িতে। কথাটা কানে যেতে ইউস্টেশিয়া অনুভব করল, ওর দাম্পত্য জীবনের এখানেই ইতি ঘটল।

বয়ে যায় সময়, কালের প্রবাহে আবারও এল পাঁচই নভেম্বর।

চার্লির মনে আছে, ইউস্টেশিয়া এদিনে আগুন জ্বালত মিস্টোভার ন্যাপে। মেয়েটিকে খুশি করতে চাইল ও। জলাশয়ের ওপরে চড়াইয়ের সেই পুরানো জায়গাটায় আগুন জ্বালল ছেলেটি।

দাদুর সঙ্গে ঘরের ভেতর বসে ছিল ইউস্টেশিয়া। আগুন জ্বলতে দেখে, দৌড়ে জানালার কাছে চলে এল ও।

'এই এক বছরে কত কিছু ঘটে গেল, তাই না রে?' দাদু বললেন ওকে, 'কত ঝড়-ঝাপটা সইতে হলো তোকে! কি রে, ক্লাইম কোন খবর-টবর দিল?'

'না,' বলল ইউস্টেশিয়া, চেয়ে রয়েছে জানালা দিয়ে। আগুনটা দেখতে পেলে উইলডেভের কি প্রতিক্রিয়া হবে? সে কি মনে করবে ওকে ডাকছে ইউস্টেশিয়া?

গায়ে শালটা জড়িয়ে চড়াইয়ে চলে এল ইউস্টেশিয়া।

'আপনার জন্যে জ্বেলেছি, ম্যাম,' গর্বভরে বলল চার্লি।

'ধন্যবাদ,' বলল ইউস্টেশিয়া, 'কিন্তু এখন নিভিয়ে ফেলো।'

'একটু পরে নিজেই নিভে যাবে,' জানাল চার্লি।

'আচ্ছা, থাকুক তাহলে। তুমি বাসায় যাও।'

চার্লি চলে গেলেও, ওখানে থেকে গেল ইউস্টেশিয়া। দাঁড়িয়ে রয়েছে, কানে এল অতি পরিচিত এক শব্দ। ভোবায় নুড়ি পড়ল। এবার টুপ করে আরেকটা শব্দ। আস্তে আস্তে চড়াইয়ের মাথায় এসে, নিচের দিকে চাইল ইউস্টেশিয়া। উইলডেভ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আমি আগুন জ্বালিনি। তোমাকে ডাকিনি,' ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল ইউস্টেশিয়া। 'তুমি আর এদিকে এসো না, ডেমন।'

'তোমার দুঃখ আমি বুঝি, ইউস্টেশিয়া,' জবাবে বলল উইলডেভ। 'তোমার চোখ দেখলেই বুঝতে পারি। তোমাকে আমি তিলে তিলে মরতে দেব না, ইউস্টেশিয়া।'

'থাক, থাক...' ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল ইউস্টেশিয়া। তারপর ভেঙে পড়ল আকুল কান্নায়। উইলডেভের সহমর্মিতা দুর্বল করে দিয়েছে ওকে।

ইউস্টেশিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরতে মন চাইল উইলডেভের, কিন্তু নড়াচড়া করল না ও, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'আমাকে মাফ করে দিয়ো,' বলল সে। 'তোমার অনেক ক্ষতি করেছি।'

'দোষ তোমার না, উইলডেভ। দোষ এই কুৎসিত গ্রামটার।' কান্নার বেগ কমলে বলল ইউস্টেশিয়া।

'দোষ খানিকটা আমারও আছে। কিন্তু কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বলো? আমার এখন প্রচুর টাকা। কিছু কিনে এনে দেব তোমাকে? কোথাও যেতে চাও তুমি? এ জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও?'

'আমরা দু'জনেই বিবাহিত,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'কিন্তু তুমি যদি আমাকে পালাতে সাহায্য করো...'

'কোথায় যেতে চাও বলো?'

'বাডমাউথ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই চলবে। ওখান থেকে প্যারিস যেতে পারব আমি।'

'আমি যাব তোমার সাথে?' নরম করে জিজ্ঞেস করল উইলডেভ। 'কি, যাব? বলো হ্যাঁ, জান আমার।'

ইউস্টেশিয়া নিরুত্তর।

'ঠিক আছে, কখন যেতে চাও জানিয়ো,' বলল উইলডেভ।

'একটু ভাবতে দাও আমাকে,' বলল ইউস্টেশিয়া। 'আগে বুঝতে চাই তোমাকে কি মনে করব। বন্ধু নাকি প্রেমিক? যদি যেতে চাই, তাহলে কোন এক রাতে এখানে একটা আলো দেখাব আমি। আটটার সময়। ওটা দেখলে তুমি মনে করবে, রাত বারোটায় আমাকে বাডমাউথে পৌঁছে দিচ্ছ। তোমার সাথে দেখা হলে পর জানাব, তোমাকে সঙ্গে চাই কি না।'

BANGLAPDF.NET

'প্রতি রাতে আটটার সময় খেয়াল রাখব আমি,' বলল উইলডেভ। 'আলো দেখলে তৈরি হয়ে নেব। রেইনবারোর নিচে ওই রাস্তাটায় পাবে আমাকে।'

'বাহ্, খুব ভাল। এখন যাও। প্লীজ চলে যাও তুমি। আর সইতে পারছি না আমি।'

উইলডেভ ঘুরে হাঁটা দিল আর ইউস্টেশিয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এল।

উনিশ

এতসব যখন ঘটছে, ক্লাইম তখন ব্লুমস এন্ডে নিশ্চিন্তে বাস করছে। ইউস্টেশিয়া ফিরে আসবে আশা করছে সে। বাগানে কাজ করে ক্লাইম, মা যেমনটা চাইতেন তেমনিভাবে পরিচর্যা করে গাছ-পালার।

সব সময় উৎকর্ণ থাকে সে এই বুঝি ইউস্টেশিয়া এল। প্রথম দিকে অবশ্য স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল, স্ত্রীকে ফিরে আসার অনুরোধ করবে না।

পাঁচই নভেম্বর, সারাটা দিন স্ত্রীর জন্যে মন পুড়ল ওর। শোবার আগে, একটা চিঠি লিখতে বসল।

ইউস্টেশিয়াকে ফিরে আসতে কাকুতি মিনতি করল ক্লাইম। ওকে আর কখনও কষ্ট দেবে না প্রতিশ্রুতি দিল। ও ফিরে এলে, আবারও আগের মত ভালবাসবে কথা দিল। চিঠির শেষে লিখল: 'তোমার চিরজীবনের স্বামী।'

ডেস্কে রাখল ক্লাইম চিঠিটা। কাল রাতের মধ্যে যদি ফিরে না আসে, তবে এটা পাঠাবে ইউস্টেশিয়ার কাছে।

কিন্তু চিঠিটা অনেক দেরি করে লিখেছে ও। ছয়ই নভেম্বর বিকেল নাগাদ, ইউস্টেশিয়া মনস্থির করে ফেলল, সে এগডন হীথ ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে।

বিকেল চারটার দিকে, সঙ্গে নেয়ার মত অল্প কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ও। তারপর নিজের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

আবহাওয়া সুবিধের নয় আজ, আকাশে মেঘের ঘনঘটা। রাত ঠিক আটটার সময়, ঝোড়ো রাতে বাইরে বেরিয়ে এল ইউস্টেশিয়া। চড়াইয়ের ওপর ছোট্ট এক আগুন জ্বালল ও।

প্রায় তখুনি পাল্টা আলো জ্বলে উঠল কোয়ায়েট ওয়োম্যান থেকে।

উইলডেভ ওর কথা ভুলে যায়নি। চারঘণ্টার মধ্যে, বাডমাউথে নিয়ে যাবে সে ইউস্টেশিয়াকে।

বাসায় ফিরে এসে রাতের খাবার খেয়ে নিল ইউস্টেশিয়া, চলে গেল ওপরতলায় নিজের কামরায়। আলো নিভিয়ে দিয়ে আঁধারে বসে রইল ও। নিচে একা বসে ক্যাপ্টেন ভাই।

দশটার দিকে, জনৈক গ্রামবাসী একটা চিঠি নিয়ে এল ইউস্টেশিয়ার জন্যে। হাতের লেখাটা ক্লাইমের মত লেগেছে দাদুর, তিনি চট করে ওপরে উঠে এলেন চিঠি নিয়ে।

ইউস্টেশিয়ার কামরা অন্ধকার দেখে নিচে নেমে এলেন ফের। ঘড়ির পাশে এমন জায়গায় রাখলেন চিঠিটা, সকালে যাতে ইউস্টেশিয়ার চোখে পড়ে।

এগারোটায় শুতে গেলেন ক্যাপ্টেন। বিছানায় যাওয়ার আগে, যথারীতি পর্দা সরালেন তিনি। অবাক হয়ে দেখলেন, ইউস্টেশিয়ার ঘরে আলো।

এসময়, ইউস্টেশিয়া নিচতলায় যাচ্ছে শুনতে পেলেন দাদু। মৃদু কান্নার শব্দও কানে এল তাঁর।

'বোকা মেয়েটা স্বামীর জন্যে কাঁদছে,' আপন মনে বললেন ক্যাপ্টেন ভাই। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন।

'ইউস্টেশিয়া, ইউস্টেশিয়া, তোর একটা চিঠি এসেছে।'

জবাব পাওয়া গেল না। ইউস্টেশিয়াও ফিরে এল না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে, নিচে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন। সদর দরজা খোলা দেখে থ বনে গেলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ইউস্টেশিয়া সন্দেহ নেই। কিভাবে অনুসরণ করবেন ওকে? ঘুটঘুটে অন্ধকার। একাধিক রাস্তার কোন্‌টা ধরেছে মেয়েটি কে জানে।

দরজার কাছ থেকে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন ভাই। এবার লক্ষ করলেন চিঠিটা তেমনি রয়ে গেছে ঘড়ির পাশে।

কিন্তু এমনিতেই বড্ড দেরি করে এসেছে চিঠিটা। ওটা দেখলেও হয়তো মত পাল্টাত না ইউস্টেশিয়া।

ঘন ঘোর রাত। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। থমথমে মনে, আস্তে আস্তে রেইনবারোর দিকে হেঁটে চলেছে ইউস্টেশিয়া।

ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাঁটার সময় সহসা অনুভব করল ও, প্যারিস যাত্রার জন্যে পর্যাপ্ত টাকা-কড়ি তার কাছে নেই।

এখন কি করা? টাকাটা উইলডেভের কাছ থেকে নিলে, তাকে সঙ্গে নিতে হয়।

'ডেমন ভালবাসে আমাকে। কিন্তু আমি তার সাথে জীবন কাটাতে পারি

না। ওকে সেভাবে ভালবাসি না আমি। কিন্তু আমার টাকা নেই। কাজেই একা যেতে পারছি না। কি করব আমি? নিয়তি আমাকে নিয়ে কেন এভাবে খেলা করছে? সুগৃহিণী হতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু জীবন সব সময় বিরোধিতা করেছে আমার সঙ্গে। কি করার আছে আমার?' এসব চিন্তা ঘুরছে ওর মাথার মধ্যে।

রেইনবারো পাহাড় থেকে নিচে রাস্তার উদ্দেশে নেমে যাচ্ছে ও। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে, ওর কানে এল পানির ছলাৎ ছল কলধ্বনি। শ্যাডওয়াটার বাঁধের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে পানি।

'আমি কি উইলডেভের সাথে যাব? এছাড়া কি আর কোন উপায় নেই?'

রেইনবারোতে ইউস্টেশিয়া যখন একাকী, ক্লাইম তখন ওর জন্যে ব্লুমস এন্ডে অপেক্ষা করছে। চিঠিটা পাওয়ামাত্র স্ত্রী ফিরে আসবে তার কাছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ও।

সন্ধে উতরাল। এগারোটার দিকে, ঘুমিয়ে পড়ল ক্লাইম। ঘণ্টা খানেক পরে, দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভাঙল ওর।

'কে?'

'ওহ্, ক্লাইম!' এক মহিলার গলা। 'আমাকে ঢুকতে দাও প্লীজ।'

নিশ্চয়ই ইউস্টেশিয়া, শশব্যস্তে দরজা খুলতে গেল ক্লাইম।

'টমাসিন!' চাচাতো বোনকে বাইরে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'কি করছ তুমি এখানে? ইউস্টেশিয়া কোথায়?'

'ও কোথায় আমি জানি না,' বাড়িতে ঢুকে এসে বলল টমাসিন। 'কিন্তু এটা জানি, ও আমার স্বামীর সাথে রয়েছে!'

'কি!'

'ওরা একসাথে চলে যাচ্ছে,' বলল টমাসিন। 'ঘণ্টা খানেক আগে উইলডেভ বাড়ি ছেড়েছে। ও ভেবেছে আমি ঘুমোচ্ছি। একগাদা টাকা সাথে নিয়েছে। তারপর শুনি ঘোড়া রেডি করছে। কাল রাতে ইউস্টেশিয়ার সাথে দেখা করেছে ও, আমি পিছু নিয়েছিলাম, তাই জানি।'

'তুমি যখন এখানে এলে তার আগেই কি উইলডেভ বাড়ি ছেড়েছে?'

'না, ক্লাইম, তাড়াতাড়ি গেলে এখনও হয়তো ওকে থামাতে পারবে তুমি। ও তোমার কথা ফেলবে না।'

ক্লাইম তৈরি হচ্ছে, দরজায় আবারও টোকা পড়ল। এবারে ক্যাপ্টেন ভাই।

'আমার পুতনী কি এখানে?'

'না, কোথায় আমার জানা নেই,' বলল ক্লাইম।

'কিন্তু তোমার তো জানা উচিত ছিল। তুমি না তার স্বামী!' রাগতস্বরে বললেন বৃদ্ধ।

'আপনার-পুতনী আরেক লোকের সঙ্গে পালাচ্ছে,' বলল ক্লাইম। 'আসুন ঠেকাই ওকে। চলুন দেখি আগে কোয়ায়েট ওয়োম্যানে যাই।'

'আমি বুড়োমানুষ, এই ঝোড়ো রাতে অতদূর হাঁটতে পারব না,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন ভাই। 'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। ইউস্টেশিয়া এখানে আসেনি যখন আমার করার আর কিছু নেই।'

পুরুষ দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, আগুনের পাশে টমাসিনকে রেখে। মিস্টোভারের রাস্তা ধরলেন ক্যাপ্টেন ভাই এবং ক্লাইম হনহন করে পা চালাল সরাইখানার উদ্দেশে।

বারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে, ঘোড়া আর খুদে ক্যারিজটা হাঁটিয়ে নিয়ে আস্তাবল ছাড়ল উইলডেভ। সরাইখানা থেকে প্রায় সিকি মাইলটাক চুপিসাড়ে হেঁটে চলে এল। এখানে অপেক্ষা করার কথা ওর, ভারী বর্ষণ থেকে বাঁচতে একটা আশ্রয় খুঁজছে সে। বৃষ্টির শব্দ এড়িয়ে, শ্যাডওয়াটার বাঁধের ওপর দিয়ে ধেয়ে আসা পানির তোড়ের গর্জন কানে আসছে।

একটু পরে, হাতঘড়িতে চোখ রাখল উইলডেভ। সোয়া বারোটা। এসময়, কার যেন আগুয়ান পদশব্দ শুনতে পেল।

'ইউস্টেশিয়া?' গলা ছেড়ে ডেকে সামনে এগোল ও। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়ানো শরীরটি ইউস্টেশিয়ার নয়, ক্লাইমের।

'এই যে,' চেঁচিয়ে বলল ক্লাইম। 'আমার বউ কোথায়?'

হঠাৎ ঝপাং করে জোরাল এক শব্দ এল বাঁধের দিক থেকে।

'হায় খোদা,' চেঁচিয়ে উঠল ক্লাইম। 'কে যেন পানিতে পড়ে গেছে। ইউস্টেশিয়া না তো? লণ্ঠনটা নিয়ে শিগ্‌গির আমার সাথে এসো!'

বাঁধের পাদদেশে গোলাকার বিশাল এক জলাশয়। প্রচণ্ড গতিতে পানি আছড়ে পড়ছে ওটার ভেতর। পানির প্রবল স্রোতের মধ্যখানে, কালো মত এক মানুষের অবয়ব অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

'ওহ্, জান আমার!' চিৎকার করে উঠল উইলডেভ। কোট না খুলেই, ঝাঁপিয়ে পড়ল গভীর পানিতে।

ডোবার কিনারার পানি ভেঙে, তারপর উইলডেভ ও ইউস্টেশিয়ার উদ্দেশে সাঁতরাতে লাগল ক্লাইম। কিছু সময়ের মধ্যেই, পানির বন্যা সগর্জনে গ্রাস করল ওদের তিনজনকে।

দুই বাঁধরক্ষী চেঁচামেচি শুনে, লম্বা বাঁশ নিয়ে দৌড়ে এল কটেজ থেকে।

একটু পরে, বাঁধরক্ষী দু'জন এক পুরুষ মানুষের দেহ উদ্ধার করতে পারল। দ্বিতীয় আরেকজন পুরুষ সবলে তার পা জড়িয়ে ধরে রয়েছে। দেহ দুটো শুইয়ে দেয়া হলো ঘাসের ওপর। শীঘ্রিই ইউস্টেশিয়ার ঠাণ্ডা দেহটা রাখা হলো তাদের পাশে।

কোয়ায়েট ওয়োম্যান সরাইখানায় দেহ তিনটে বয়ে নেয়া হলো। হাঁক-ডাক শুনে উঠে পড়ল কাজের লোকেরা, ছুটল ডাক্তার আনতে।

টমাসিন, একাকী ফিরে এসেছিল সরাইতে, দুঃসংবাদটা শুনল।

ইউস্টেশিয়া ও উইলডেভকে পানি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল–মৃত অবস্থায়। প্রাণের লক্ষণ দেখা গেছে কেবল ক্লাইমের মধ্যে। তিনটি দেহই ওপরে, শোবার ঘরগুলোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

টমাসিন আগুনের পাশে বসে চোখের পানি ফেলছে, বাচ্চার দেখাশোনা করছে, এমনিসময় টোকা পড়ল দরজায়। চার্লি। ক্যাপ্টেন ভাই ওকে পাঠিয়েছেন ইউস্টেশিয়ার খবর জানার জন্যে।

মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল চার্লির।

'ওঁকে একটাবার দেখতে পাব?' প্রায় হাহাকার করে উঠল ছেলেটা।

'পাবে,' সিঁড়ি থেকে বলল একটি কণ্ঠস্বর। ক্লাইম দাঁড়িয়ে ওখানে, অশরীরী আত্মার মত দেখাচ্ছে তাকে।

'এসো, চার্লি, দেখে যাও,' ডাকল। 'খুব সুন্দর লাগছে ওকে।'

নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, দৃষ্টি ইউস্টেশিয়ার লাশে নিবদ্ধ। মলিন মুখটায় ওর লেপ্টে রয়েছে কালো কেশগুচ্ছ। বড় পবিত্র-সমাহিত দেখাচ্ছে ওকে। জীবনে কখনোই ওকে আজকের মত এত সুন্দর দেখায়নি।

অন্য খাটে উইলডেভের মৃহদেহ। মুখের চেহারায় ওর শান্তির চিহ্ন–বুদ্ধিমান, উচ্চাভিলাষী এক যুবকের প্রতিবিম্ব।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় ক্লাইম অস্ফুটে বলল, 'এ বছর, ওকে নিয়ে দু'জন মহিলাকে খুন করলাম আমি। মার মৃত্যুর জন্যেও আমি দায়ী। তারপর আমার দুর্ব্যবহারে বউটা ঘর ছাড়তে বাধ্য হলো। যখন ফিরে আসতে বললাম, তখন আর সময় নেই। কেন যে বেঁচে গেলাম, আমিও ওর সাথে ডুবে মরলে ভাল হত!'

বিশ

ইউস্টেশিয়া ও উইলডেভের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে, এগডন হীথে মাসের পর মাস ধরে নানা ধরনের কেচ্ছা-কাহিনী শোনা গেল। অস্থানীয় লোকেদের কাছেও তাদের প্রেম উপাখ্যান অজানা রইল না। প্রেমিক যুগলের প্রতি কারও সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু লোকের সমবেদনা ক্লাইমের দিকেই সবচাইতে বেশি গেল।

স্বামীর জন্যে শোক পালন করল টমাসিন। পরে সন্তানের মুখ চেয়ে আস্তে আস্তে সামলে নিল। প্রচুর টাকা রেখে গেছে উইলডেভ, কাজেই সেদিক থেকে কোন চিন্তা নেই।

ব্লুমস এন্ডে চলে গেল টমাসিন। নতুন বছর এল আবার চলেও গেল। এরমধ্যে অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে টমাসিন। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করছে, কিন্তু আগের চাইতে অনেক সুখী এখন সে।

ক্লাইমের মন মরা ভাব কিন্তু গেল না। হীথে একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটে ও। মার রেখে যাওয়া সামান্য টাকায় মোটামুটি চলে যাচ্ছে তার। একই বাসায় বাস করলেও, চাচাতো বোনের জীবনে কোনরকম হস্তক্ষেপ করে না ক্লাইম। নিজের দুঃখ-বেদনা নিয়ে মগ্ন থাকে ও, কারও ব্যাপারে নাক গলায় না।

এভাবে কেটে গেল দেড়টি বছর।

গরমকালের এক দিন, বাগানে আপনমনে হাঁটাহাঁটি করছে ক্লাইম। হঠাৎ মুখ তুলে চাইতে গেটের কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেল এক যুবককে।

যুবকটি আর কেউ নয়, ভিগোরি। কিন্তু এখন আর সে রেড্‌ল্‌ম্যান নয়। মুখে-হাতে লাল রঙের বালাই নেই ওর, পরনে পরিপাটী বেশভূষা।

খবর পেয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল টমাসিন, অবাক নয়নে দেখছে ভেনকে।

'আমি ভুল দেখছি না তো?' বলল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'গত বড়দিনে রেড্‌ল্‌ বেচা বন্ধ করে দিয়েছি,' বলল ভেন। 'বাবার মত আমিও এখন ডেইরী-ফার্মার। আমার এখন পঞ্চাশটা গরু, ম্যাম।'

'চা খাবে এসো,' সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানাল টমাসিন। 'আমার বাচ্চাটা এখন আর তোমাকে দেখে ভয় পাবে না।'

BANGLAPDF.NET

এঘটনার পর থেকে, ব্লুমস এন্ডে ঘন ঘন আসে ভেন। তাছাড়া, মেয়েকে নিয়ে টমাসিন হীথে হাঁটতে বেরোলেও অনেক সময় দেখা হয়ে যায় ওদের।

টমাসিন একদিন ক্লাইমকে জানাল, ভেনকে বিয়ে করার কথা ভাবছে ও।

ক্লাইম হকচকিয়ে গেছে দেখে নিজেই বলল, 'বিয়ে যদি করতেই হয় তো ওকেই করব। আমি এই হীথ ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না। এই হীথই আমার জন্মভূমি। চাচী একসময় ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাননি ঠিকই, কিন্তু এখন আর নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন না। ও একজন খাঁটি মনের মানুষ, ক্লাইম।' আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলল টমাসিন।

'খুব ভাল কথা,' স্মিত হেসে বলল ক্লাইম। 'তুমি চাইলে নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। আশা করি ও তোমাকে সুখী করতে পারবে, টামসি।'

তো, মাসের শেষ দিকে বিয়েটা হয়ে গেল।

বিয়ের পর অনুষ্ঠান করা হলো। আমন্ত্রণ পেলেও, গেল না ক্লাইম। রাতের বেলা, ক্যারিজে করে ভেনের বাড়ি চলে গেল নবদম্পতি। ব্লুমস এন্ডে একদম একা হয়ে পড়ল ক্লাইম।

মার ব্যবহৃত চেয়ারটার উল্টোদিকে সব সময় বসে থাকে ও। মাকে এক মুহূর্ত ভুলে থাকতে পারে না ক্লাইমের কাছে, মা এখনও জীবিত। প্রতিদিন ভাবে, কেন যে তখন মন দিয়ে মার কথা শুনিনি!

'মা, মাগো!' বলে ওঠে ক্লাইম, 'এ জীবনটা যদি আবার পেতাম, তাহলে তোমাকেই সবার আগে রাখতাম, মা!'

এখন আর স্কুলমাস্টার হতে চায় না ক্লাইম। মনস্থির করেছে হীথে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে, আর মানুষকে স্রষ্টার অপার মহিমা শোনাবে।

টমাসিনের বিয়ের পরবর্তী রবিবারে, রেইনবারোর চূড়ায় উঠে এল ক্লাইম। আড়াই বছর আগে ইউস্টেশিয়া যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় এসে দাঁড়াল। ওর চারপাশে বসে আছে গ্রামবাসীদের ছোট্ট একটি দল।

শ্রোতারা ক্লাইমের কথা শোনে, কেননা লোকটিকে তারা পছন্দ করে। কেউ কেউ ওর কথা বিশ্বাস করে, আবার কেউ বা করে না। কিন্তু প্রত্যেকে দরদ দিয়ে শোনে ওর কথা। শুনবেই তো, লোকটা যে বড় দুঃখী।

***

E 33

কিশোর ক্লাসিক

দ্য রিটার্ন অভ দ্য নেটিভ

টমাস হার্ডি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

নিরিবিলি গ্রাম এগডন হীথে বাস করে ইউস্টেশিয়া আর উইলডেভ। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা। কিন্তু ইউস্টেশিয়ার আকাঙ্ক্ষা বিয়ের পর প্যারিসে বাস করবে সে।

প্যারিস প্রবাসী যুবক ক্লাইম ইয়োব্রাইট বড়দিনে বেড়াতে এল এগডন হীথে। আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেল ইউস্টেশিয়া। উইলডেভকে ছেড়ে ক্লাইমের প্রতি ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি। কিন্তু ও কি জানত জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ পূরণ হবার নয়? নিয়তি ওকে নিয়ে এ কেমন খেলা খেলল?